জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বিপর্যস্ত নেপাল

ফের আকস্মিক বন্যা নেপালে। ৩৫টিরও বেশি ঘরবাড়ি, একাধিক ঝুলন্ত ও পাকা সেতু ভেসে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত বুধি গণ্ডকী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। আচমকাই নিচের দিকে ধেয়ে আসে বিপুল জলরাশি

নতুন নিম্নচাপ

বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একাধিক সিস্টেম তৈরি হচ্ছে। আবহাওয়া শুষ্ক থাকলেও আজ থেকে পুজোর কয়েকটা দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে

বার্লিন থেকে লন্ডন, জেন জির পাশে এবার প্রবাসী ভারতীয়রাও

দিল্লিকে টপকে দূষণে শীর্ষে শহর কলকাতা

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৩২ • ১২ অক্টোবর, ২০২৬ • ২৪ আশ্বিন ১৪৩৩ • সোমবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 132 • JAGO BANGLA • MONDAY • 12 OCTOBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

আজ সুপ্রিম কোর্টের পথে ইন্ডিয়া

প্রতিবেদন : আজ ফের বিরোধী মিছিলে উত্তাল হবে রাজধানী দিল্লি। ভ্যানিশ কুমারের পদত্যাগ এবং এসআইআর বাতিলের দাবিতে বিরোধী স্লোগানে মুখরিত হবে সুপ্রিম কোর্ট চত্বর। কনট প্লেস থেকে মিছিল শুরু হয়ে যাবে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। থাকবেন ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত নেতৃত্ব। মিছিলে হাঁটবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি যে এই মিছিলের অন্যতম আকর্ষণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইন্ডিয়ার এই মিছিল শেষে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা প্রতিনিধি দলের। তাঁর কাছে লিখিতভাবে সময় চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু একটি সূত্রের খবর, প্রধান বিচারপতি অফিস থেকে গভীর রাত অবধি কোনও নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়নি। সেক্ষেত্রে সময় না পাওয়া গেলেও

থাকছেন নেত্রীও

কনট প্লেস থেকে মিছিল সুপ্রিম কোর্ট অবধি যাবে এবং ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব জানাবেন কী কারণে তাঁরা প্রধান বিচারপতির কাছে সময় চেয়েছিলেন। এসআইআরের মাধ্যমে ভোটচুরি নিয়ে দেশ এখন উত্তাল। বিরোধীরা ছাড়াও নতুন প্রজন্মের যুবক-যুবতীরাও জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চাইছেন, এসআইআর বাতিল চাইছেন, গোটা প্রক্রিয়ার তদন্ত চাইছেন এবং জনতার আদালতে ভোট চোর সরকারের শাস্তি চাইছেন। ইন্ডিয়া জোটের নেতারা এর আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে দেখা করতে চেয়েছিলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত জ্ঞানেশ কুমার দেখা করেননি। রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার করা হয়। তিনি সমস্ত যুক্তি শুনে তথ্যপ্রমাণ চেয়েছেন। এরপর আজকের মিছিল বিরোধী জোটের মিছিল। দিল্লিতে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মানবসাগর

ওগো সুদূরপারের দিশারি
সুর সাধনার কান্ডারি
ভবপারের ভবমানব গো।

সুর কাননের সুরসাথী
নীলপদ্মে তোমার আঁখি
মাঝদিয়ার মৎস্যকন্যা গো।

চন্দ্র-সূর্য আকাশ ভরা
মানবজাতির সব পরম্পরা
মানব সাগরে জন্ম নিও গো।

বিকৃত বাংলা ভাষা পুরসভার ব্যানারে, রাজ্য জুড়ে সমালোচনা

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজোর ব্যানারে ভয়ঙ্কর সব বাংলা শব্দ। বিজ্ঞাপনে লেখা, 'মায়ের করবো স্বচ্ছতা সে স্বাগত'। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের বাংলায় এই জগাখিচুড়ি বাংলা অত্যন্ত লজ্জাজনক! পুজোর বিজ্ঞাপন নিয়ে বিতর্কে কলকাতা

পুরসভা। শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা দিতে বাংলা-হিন্দি মেশানো দুর্গাপুজোর বিজ্ঞাপনে গুরুচণ্ডালী দোষ ধরা পড়েছে। এ-প্রসঙ্গেই সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। ডাবল ইঞ্জিনকে কটাক্ষ করে তাঁর প্রশ্ন, এটা কীরকম বাংলা? এটা কি ইয়ার্কি হচ্ছে? অবিলম্বে এই অপসংস্কৃতি বন্ধ করার (এরপর ১১ পাতায়)

দিল্লিতে নাগরিক পরিষেবা লন্ডভন্ড • চাওয়া হল কেন্দ্রের জবাব

কোর্টের স্পষ্ট বার্তা প্রতিবাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে

নয়াদিল্লি : নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বিপন্ন। প্রতিবাদ করার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে কেন্দ্র। প্রতিবাদ করলেই জুটছে পুলিশের বেলাগাম অত্যাচার। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রবিবার এক বিশেষ শুনানিতে কেন্দ্রকে সুপ্রিম সবক শেখাল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, মানুষের প্রতিবাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ১৬৩ ধারা মোতাবেক কোনও শান্তিকামী ও নিরস্ত্র নাগরিককে

অন্যায়ভাবে আটক বা গ্রেফতার করা যাবে না। জ্ঞানেশ-কাণ্ডে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ নিয়ে কেন্দ্রের জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী পুরো ঘটনাটিকে 'অঘোষিত জরুরি অবস্থা' র সঙ্গে তুলনা করেন। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, সুপ্রিম কোর্টের এই ভাবনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। যেভাবে ভোটচুরি হয়েছে, তার বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এবং সিজেপি যেভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে তার বিরুদ্ধে এটা কী হচ্ছে? প্লেনের ভেতর থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিপূর্ণভাবে রাস্তায় বসে আছেন, তাঁকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

এদিন শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া শহরের (এরপর ১১ পাতায়)

কিডন্যাপ করেছিল পুলিশ, নেত্রীর কথাই ধ্রুবর মুখে

প্রতিবেদন : প্রতিবাদ করলে আটক, আর প্রশ্ন করলেই পুলিশি হেনস্থা! স্বৈরাচারী শাসকের হিংসাত্মক চেহারা বারবার প্রকট হয়ে পড়ছে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবারই অভিযোগ করেছিলেন তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। রবিবার একই সুরে ধ্রুব রাঠিও জানিয়ে দিলেন, গ্রেফতার নয়, তাঁকেও অপহরণ করা হয়েছিল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বাঁচাতে মোদি-শাহর সরকারের নির্লজ্জ ভূমিকাকে একহাত নিলেন ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি থেকে শুরু করে সিজেপির অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস, আশুতোষ

পাসপোর্ট দেখাচ্ছেন ধ্রুব। ডানদিকে সিজেপির সাংবাদিক বৈঠক। রবিবার।

রাঙ্কা-রা। এমনকী ক্ষোভ উগরে দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের লজ্জা বলেও কটাক্ষ করতে ছাড়ল না সিজেপি। দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে বলে (এরপর ৬ পাতায়)

জ্ঞানেশ হঠাও

কাল দুপুরে ফের মিছিলে উত্তাল হবে কলকাতা

প্রতিবেদন : কাল, মঙ্গলবার, জ্ঞানেশ হঠাও মিছিলে উত্তাল হবে কলকাতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র-যুব শাখার সঙ্গে থাকবে মহিলা এবং আইটি সেলও। দুপুর দুটোয় মিছিল শুরু রাজাবাজার মোড় থেকে। শেষ হবে পার্কসার্কাসে।

চার দফা দাবি নিয়ে শহর কলকাতা উত্তাল হবে জ্ঞানেশ হঠাও অভিযানে। চার দফা দাবি হল, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। ভোট চোর জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা ও গ্রেফতার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেআইনিভাবে দিল্লি পুলিশের আটক করার প্রতিবাদ। নতুন প্রজন্ম অর্থাৎ জেনজি-সহ বিরোধীদের উপর দমন পীড়নের প্রতিবাদ। (বিস্তারিত ভিতরে)

নানারকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

12 October, 2026 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯০২ ও ১৯৯৭

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০২-১৯৯৭) জন্মদিন ও প্রয়াণদিবস। পর্বতপ্রেমিক, অক্লান্ত পরিব্রাজক ও বাংলা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনিকার। বাংলার বাঘ আশুতোষের পুত্র উমাশঙ্কর ছাত্র হিসেবেও মেধাবী ছিলেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয়, আইএ-তে প্রথম, ইংরেজি অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশনে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এমএ পাশ করেন চারুকলা ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে। আইন পরীক্ষায়

পাশ করে কিছুদিন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনাও করেন। অকৃতদার এই পরিব্রাজক গেরুয়া ফতুয়া আর লুঙ্গি পরে কাঁধে ঝোলা নিয়ে হিমালয়ের পথে পথে, গহন জঙ্গলে, রুক্ষ মরুভূমিতে, নৌকায় চেপে সাগরে ভ্রমণ করেছেন। ফলে রচিত হয়েছে ‘পঞ্চকেদার’, ‘জলযাত্রা’, ‘কাবেরীকাহিনি’, ‘হিমালয়ের পথে পথে’, ‘আরবসাগর তীরে’, ‘কৈলাস ও মানস সরোবর’, ‘পালামৌর জঙ্গলে’ প্রভৃতি গ্রন্থ। তৃপ্ত হয়েছে ভ্রমণপিপাসু বঙ্গজন হৃদয়, সমৃদ্ধ হয়েছে বঙ্গ সাহিত্য।

১৮৬৪

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) এদিন বাংলাদেশের বাখরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্বনামধন্য কবি ভারতে প্রথম মহিলা অনার্স গ্র্যাজুয়েট। পনেরো বছর বয়সে লিখেছিলেন ‘আলো ও ছায়া’। সেই কাব্যগ্রন্থ থেকেই কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্য ‘মহাশ্বেতা’, ‘পুণ্ডরীক’, ‘দীপ ও ধূপ’ ইত্যাদি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করে। ১৯২৬-এ মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

১৯২৪

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৪-২০০০) এদিন বাঁকুড়ার সোনামুখীতে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী। বাবা-মায়ের দেওয়া নাম ছিল অণিমা, ডাকনাম মোহর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘অণিমা’ নাম বদলে রাখেন ‘কণিকা’, অবনীন্দ্রনাথ ডাকতেন ‘আকবরী মোহর’ বলে। রবীন্দ্রনাথ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সস্নেহ শিক্ষা ও সহজাত প্রতিভায় কণিকা সর্বকালের সেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের একজন হয়ে ওঠেন। গান গেয়েছেন ‘তথাপি’, ‘নিমন্ত্রণ’ ও ‘বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা’ এই তিনটি বাংলা ছবিতেও। সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কার পেয়েছেন, পেয়েছেন আলাউদ্দিন পুরস্কার। পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করেছেন, পেয়েছেন দেশিকোত্তম সম্মানও।

১৯৯১

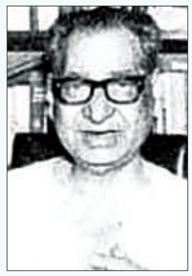

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯১৫-১৯৯১) এদিন মারা যান। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা। দাদা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৪-এ কংগ্রেস ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তরুণ তুর্কি ছাত্র নেতা হিসেবে অচিরেই নামডাক হয় তাঁর। ১৯৬৭-৬৯ পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৯-এ মেদিনীপুর থেকে বিধানসভার বিধায়ক নির্বাচিত হন। অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সেচমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

১৯০৯

অনুশীলন সমিতি

এদিন কলকাতায় অনুশীলন সমিতিকে নিষিদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকার। বাংলায় বিপ্লববাদের ইতিহাসে অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এগুলির পথিকৃৎ ছিল অনুশীলন সমিতি। কলকাতা ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। ঢাকায় পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির একটি শক্তিশালী শাখা গড়ে ওঠে। কলকাতায় নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও ঢাকায় পুলিন দাসের দল তাদের গোপন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তবে ক্রমশ সরকারী দমন নীতির চাপে গুপ্ত সমিতিগুলির বৈপ্লবিক তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

নজরকাড়া ইনস্টা

শিল্পা শেঠি

শ্রীতমা ভট্টাচার্য

রাইমা

কর্মসূচি

বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বৈঠক। দাবি, জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং প্রত্যেক যোগ্য মহিলাকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা দিতে হবে। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবির।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৫২

■	■	■	১		২		৩
■	৪			■		■	
■	■	■		■		■	
৫				■	■	■	
	■	■	■	৬			
	■	৭	■		■	■	■
	■		■	৮			■
৯					■	■	■

পাশাপাশি : ১. স্বর্ণপদক ৪. ঝঞ্ঝাট, ফ্যাসাদ ৫. বহুকাল ধরে ৬. তামাশা ৮. উৎসব, উপায় ৯. ভয়দূরকারী।

উপর-নিচ : ১. রামায়ণোক্ত কালো মুখ বানরজাতিবিশেষ ২. ফল ৩. একধরনের শঙ্খ ৫. বিস্তৃত কুল ৬. ট্রাফিক ৭. দেবী দুর্গা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৫১ : পাশাপাশি : ১.বিশাখা ৪. তিতুক্ষুতর ৬. মন্থর ৭. ললিনাক্ষ ৯. লাগসই ১২. তগাবি ১৩. রসলদার ১৪. কাদম্ব।
উপর-নিচ : ১. বিক্রমশীলা ২. খাতির ৩. চক্ষুদান ৫. রওনা ৮. ক্ষণবিলম্ব ১০. গতর ১১. ইন্দ্রালয় ১২. তরকা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর–ই–মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

৩

১২ অক্টোবর ২০২৬

সোমবার

12 October, 2026 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

কুমোরটুলিতে প্রতিমার চক্ষুদান

নেত্রীর আমলের শিল্প উদ্যোগ নিজেদের বলে চালাচ্ছে বিজেপি

তীব্র কটাক্ষ বিধায়ক কুণালের

প্রতিবেদন : বাংলায় ভারী শিল্প আনার প্রতিশ্রুতিতে হাসির খোরাক হচ্ছে শুভেন্দুর সরকার। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে পাইপলাইনে থাকা শিল্পগুলিকে নিজেদের বলে চালাচ্ছে বিজেপি। ডাবল ইঞ্জিন সরকার নামেই সার! নেত্রীর আমলে গত কয়েকবছরে যে বিপুল সংখ্যক লগ্নি এসেছিল তা-ই নতুন রঙিন মোড়কে পরিবেশন করছে এই বিজেপি সরকার। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে নবি মুম্বইয়ের শিল্পপতিদের বৈঠক গিমিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাংলায় শিল্প আনার হাস্যকর বৈঠক নিয়ে বিধায়ক কুণাল ঘোষের মন্তব্য, বাংলায় গত কয়েকবছরে বিপুল সংখ্যক লগ্নি এসেছে। সবচেয়ে সেরা বহুজাতিক, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে এসেছে। কিছু বিনিয়োগ ইতিমধ্যে চলছে। কিছু পাইপলাইনে আছে। বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প তো আছেই। সেই পাইপলাইনে থাকা শিল্পগুলো বিজেপি সরকার কুমির ছানার মতো বের করতে শুরু করেছে। এগুলি শুধুমাত্র

রাজনৈতিক চমক।

আমুলের প্রসঙ্গ তুলে কুণাল বলেন, ২০২৫ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে দিয়েছিলেন আমুলের। বিজেপি এগুলো নিজেদের বলে দেখাচ্ছে। সবই সামনে এসে যাচ্ছে।

তাঁর আরও বক্তব্য, জ্যোতিবাবুও শিল্প আনতে বিদেশ যেতেন, বুদ্ধবাবুও গেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় শ্রেষ্ঠ শিল্পপতিরা বাংলায় আসতেন। তাঁরা তো নেত্রীর ওপর ভরসা রেখেছেন। যতক্ষণ না কিছু করে দেখাচ্ছেন কীকরে বিশ্বাস করব? সর্বোপরি নতুন সরকারের এই কাজে স্পষ্ট ধরা পড়ছে বিজেপির মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে বোকা বানানোর খেলা।

প্রসঙ্গত, সুদূর মরুশহর দুবাইয়ে বাণিজ্য সম্মেলনের আগে মমতার সঙ্গে একান্ত বৈঠক হয় লুলু শিল্পগোষ্ঠীর। বৈঠকের পর নিউটাউনে একটি শপিংমলের প্রাথমিক কাজ অনেকটাই এগিয়ে যায়। এছাড়াও, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, চর্মশিল্প, নির্মাণ, পর্যটন-সহ যে সব ক্ষেত্রে বাংলায় বিনিয়োগে দারুণ গতি পায়। মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পে বাংলায় বিপুল কর্মযজ্ঞ চলেছে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, হর্ষ নেওটিয়া, মেহুল মোহনকা, তরুণ ঝুনঝুনওয়ালার মতো প্রথম সারির শিল্পপতিরা শিল্পে অগ্রগতি ঘটান।

বিজেপির হিংসাত্মক রাজনীতিতে সুরক্ষিত নন জনপ্রতিনিধিরাও

প্রতিবেদন : রাজনৈতিক হিংসায় উন্মত্ত হয়ে আবারও স্বৈরাচারী রূপ প্রকট করল বিজেপি। বারুইপুর পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক বিভাস সরদারের ওপর নির্মম এবং নির্লজ্জ আক্রমণ চালায় বিজেপির আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। হামলায় তাঁর গাড়ির কাচ ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয় এবং তিনি গুরুতরভাবে জখম হন। এই জঘন্য ঘটনা প্রমাণ করে যে, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে এবং এলাকায় অশান্তি ছড়াতে বিজেপি কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্রের ওপর এই ধরনের পৈশাচিক আক্রমণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সবথেকে বেশি প্রশ্নের মুখে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা। এত বড় হামলার পরেও নির্বিকার পুলিশ। এখনও অধরা দোষীরা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করার অপরাধে জয়নগরে বিভাস সর্দারের ওপর নৃশংস হামলা এবং তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

চোখে গুরুতর আঘাত লাগার পর তৃণমূল বিধায়ক বিভাস সর্দার।

রাজনৈতিক পার্থক্য যখন ইটবৃষ্টি, হুমকি এবং কারও জীবন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার মাধ্যমে মেটানো হয়, তখন গণতন্ত্র নিজেই বিপন্ন।

যখন দাবি উঠছে অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে পুলিশ প্রশাসনকে, তখন প্রশ্ন উঠছে পুলিশ কি ব্যবস্থা নেবে? রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার চেয়ে প্রভুদের সেবায় ব্যস্ত রাখাই এখন সবচেয়ে বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজেপি সরকারের পুলিশের।

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার মূল দায়িত্ব যে পুলিশ প্রশাসনের, তারা আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার পরিবর্তে পুলিশ যেন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। অভিযোগ উঠছে, সাধারণ মানুষের রক্ষক না হয়ে পুলিশ আজ বিজেপির দলদাস হিসেবে কাজ করতে ব্যস্ত। প্রশাসনের এই চরম পক্ষপাতিত্ব এবং নিষ্ক্রিয়তা অপরাধীদের আরও বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে।

শতবর্ষের উদ্বোধন। হরিনাথ দে রোড সর্বজনীন দুর্গাপুজোর শুরুতে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ ও পল্লিবাসীরা।

ফের অভিষেকের বাড়িতে পুলিশ

প্রতিবেদন : ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের বিলবোর্ড খোলা নিয়ে মামলায় ফের তলব করা হল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রবিবার তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে যায় পুলিশ। সকালে ১২১ নং কালীঘাট রোডের বাড়িতে নোটিশ নিয়ে পৌঁছয় শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। সঙ্গে ছিল কালীঘাট থানার পুলিশও। আজ সোমবার শেক্সপিয়র সরণি থানায় তলব করা হয়েছে তৃণমূল সাংসদকে। গত ২৭ অগাস্ট ক্যামাক স্ট্রিট অফিসে লাগানো বিলবোর্ড বেআইনি বলে খুলতে যায় পুলিশ ও পুরসভা। কিন্তু তাদের বাধা দেন সেখানে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা। এই ঘটনায় তিনটি এফআইআর দায়ের হয়।

মাথায় আঘাত, নবান্নের কাছ থেকে উদ্ধার যুবকের রক্তাক্ত দেহ

প্রতিবেদন: নবান্নের অদূরেই এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। রবিবার সকালে নবান্ন থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে ওই যুবকের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের এত কাছাকাছি এমন নৃশংস ঘটনা ঘটায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয়রা।

এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা শরৎ চ্যাটার্জি রোডে দুই বহুতলের মাঝের রাস্তায় এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁরাই পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম অঞ্জন চক্রবর্তী (৩৫)। মৃত ওই এলাকারই বাসিন্দা এবং পেশায় ইলেক্ট্রিশিয়ান। নবান্ন থেকে মাত্র ১৫০ মিটার দূরে এই দেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাঁর মাথা থেকে রক্তপাত হচ্ছিল। ঘটনাস্থলের কাছে বেশ কিছু পেরেক পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই পেরেকের কারণে মাথায় আঘাত লেগেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, অঞ্জনের নিয়মিত নেশা করার অভ্যাস ছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পাওয়ার জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। অঞ্জনের মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

প্যান্ডেলেই শেষ হয়নি চেতলা অগ্রণীতে, হতাশ দর্শকরা

মধুরিমা দেব

চেতলা অগ্রণীতে প্রথমায় ঠাকুর দেখতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরলেন দর্শনার্থীরা। পুজোর প্যান্ডেলই এখনও শেষ হয়নি। সিংহভাগ কাজই বাকি। কোনওমতে জোড়াতালি মেরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

কলকাতার বড় পুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম এটি। গতবছর মহালয়াতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেতলা অগ্রণীর পুজোর চক্ষুদান সেরে ফেলেছিলেন। প্রথমা থেকেই ভিড় এড়িয়ে ঠাকুর দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল দর্শনার্থীদের। পালাবদলের পর এবারের পুজো বড়ই ফিকে। একডালিয়া,

সুরুচি সঙ্ঘ, শ্রীভূমি কোনও পুজোরই প্যান্ডেলের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেনি ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ষষ্ঠীর আগে আদৌ কাজ শেষ হবে কি না উঠছে প্রশ্ন। শহরের আনাচে কানাচে অনেক পুজোর প্যান্ডেলের বাঁশ বাঁধা হয়ে গিয়েছে, তবে এখনও কাপড় জড়ানো হয়নি। মা-ও আসেনি মণ্ডপে।

মা আসুক না আসুক, প্যান্ডেল সম্পূর্ণ হোক বা না হোক, রাস্তায় বড় বড় ফ্লেক্স, হোর্ডিং লাগানো বিজ্ঞাপন যথাস্থানে বসে গিয়েছে। পুজোর বিজ্ঞাপন থেকে বিপুল লাভের অর্থ আত্মসাৎ করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি বর্তমান সরকার। এর থেকেই পরিষ্কার পুজো নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই শুভেন্দুর সরকারের। পুজোকে কেন্দ্র করে মানুষের আবেগ নিয়ে খেলছে এই সরকার।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
12 October, 2026 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুক্তি চাইছেন

আজ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে যাবেন ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। থাকবেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ জোটের নেতৃত্ব। সিজেপি নেতাদের অন্যায়ভাবে আটক, গ্রেফতার, কিডন্যাপ করে পুলিশ সকালে মুক্তি দিয়েছে। বাকিদের আদালত থেকে জামিন নিতে হয়েছে। পুলিশ যেভাবে সাংবাদিক-সহ প্রতিবাদীদের গ্রেফতার করেছে তা অন্যায়, বেআইনি, অসাংবিধানিক এবং তার প্রতিকার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। প্রধান বিচারপতিকে এসআইআর নিয়ে যেভাবে ভোট চুরি করা হয়েছে, তার পুরোটাই বলবেন ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি দল। এর মাঝেই রাজস্থান থেকে এনে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার পদে বসানো হয়েছে মোদি-শাহ'র অনুগত প্রকাশরাজ পুরোহিতকে। অর্থাৎ কমিশন চলছে মোদি-শাহ'র নির্দেশেই। আসলে বিরোধীরা যে দাবি তুলেছে সেটাই ঠিক। গোটা নির্বাচন কমিশনটাকেই বদলে ফেলতে হবে। কার্যত বিজেপি তার ক্যাডার বসিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছে। এটা চলতে পারে না। কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা। সেই সংস্থাকে এভাবে ব্যবহার করা যায় না। ১৩ কোটির মানুষের ভোটাধিকার কেড়েছে এই নির্বাচন কমিশনই। তাদের অধিকার নেই ভোটাধিকার কাড়ার। কপিল সিবাল যথার্থ বলেছেন, বারবার কোর্টের কাছে দরবার করা হয়েছে। আদালতের উচিত ছিল কড়া হাতে গোটা বিষয়টির মোকাবিলার করার। আর তা না হওয়াতেই ইচ্ছেমতো ভোট বাতিল করে একের পর এক রাজ্য দখল করেছে বিজেপি। এই বিজেপিও থাকতে পারে না। এই কমিশনও থাকতে পারে না। মানুষ এবার এই অন্যায়, অবিচার থেকে মুক্তি চাইছেন। গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থেই এই লড়াই চলবে যতদিন না সরকার এবং কমিশন বদল হয়।

দম বোঝা গেছে ৫৬ ইঞ্চির

ট্রেন বাতিল করার নির্দেশ ছিল, দিল্লি ঢোকার পথে ব্যারিকেড, গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি, হোটেল-পিজিতে নাকাবন্দি, দিল্লির রাজপথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি, ইন্টারনেট বন্ধ-কার্যত দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই নেমেছিল সরকার। যন্তর মন্তরে একটা প্রতিবাদ কর্মসূচিকে ঘিরে, তাকে আটকাতে মোদি সরকারের এই মহা আয়োজন কেন? বিভিন্ন রাজ্যে কেন প্রায় ১০ হাজার মানুষকে আটক বা গৃহবন্দি করা হয়েছে যাতে দিল্লি পৌঁছাতে না পারে। এই বিধিনিষেধের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন যেমন দেশবাসীর, প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্টও। দিনটা দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জার দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলো। ক্ষমতার মোহে যে শক্তি প্রদর্শন করল বিজেপি সরকার তাকে কাপুরুষতা ছাড়া আর কী বলা যায়! গণতান্ত্রিকভাবে দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ অক্ষম যে মোদি সরকার, তার পরিচয় আরেকবার পেয়ে গেল সাধারণতন্ত্রের ভারত। এখন সরকার মানুষকে ভয় পাচ্ছে। এই সরকার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে। নির্লজ্জভাবে কেড়ে নিচ্ছে সংবিধানিক সমস্ত অধিকার। এই লড়াই তাই হয়ে উঠেছে দেশের নাগরিক বনাম সরকারের লড়াই। ২০২৫ সালের জুনে বিহার থেকে শুরু হওয়া এসআইআর পরবর্তীতে দেশের ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে এবং ভোটার তালিকা থেকে ১৩ কোটিরও বেশি নাম বাদ পড়েছে। প্রকাশ্যে এসেছে গত ১০ মাসে নির্বাচন কমিশনের দুই সদস্য সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশী এসআইআর এবং ভোটার-তালিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্তত ১৪ বার নথিভুক্ত আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কাজ চালিয়ে গেছেন নেপথ্য আজ্ঞায়, আর বিজেপির জয় এসেছে একের পর এক রাজ্যে, একের পর এক কেন্দ্রে। আর সে-কারণেই নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে এত প্রশ্ন। বাদ পড়েছে এমন প্রকৃত ভোটারদের নাম দ্রুত ভোটার তালিকায় ফিরিয়ে দিতে হবে। সরকার ভয় পেয়েছে এখানেই। আন্দোলন যত তীব্র হচ্ছে সরকার তত কোণঠাসা হচ্ছে, দমনপীড়নের মাত্রাও তত বাড়াচ্ছে। স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সরকারের ভয়। এই লড়াইয়ের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উপস্থিতিতেই নিদ্রিত ভারত জাগে।

— **শুভ্র চাকী, বেলেঘাটা, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে আজ ভারতের গণতন্ত্র

একদিকে রাজ্যে পাঁচ মাস বয়সী সরকারের গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে দুটো কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ, অন্যদিকে দিল্লিতে নির্বাচন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন। ভারতবর্ষ এখন একটা মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে সুনির্দিষ্ট হতে চলেছে তার আগামী। লিখছেন **নুরুল ইসলাম বাবুল**

গণতন্ত্রের শক্তি শুধু নির্বাচনের ফলাফলে নির্ধারিত হয় না; নির্ধারিত হয় সেই ফলাফলে পৌঁছনোর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, ভোটারের স্বাধীনতা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিরপেক্ষতার উপর। নির্বাচনে কোনও দল বিপুল ব্যবধানে জিতলে সেই জয়কে অস্বীকার করা গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় নয়। একই সঙ্গে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠলে সেগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করাও গণতন্ত্রেরই অপরিহার্য শর্ত। পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের সাম্প্রতিক উপনির্বাচন এবং দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—এই দুই ঘটনাপ্রবাহ ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামনে এমন কিছু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, যেগুলিকে রাজনৈতিক আনুগত্যের ঊর্ধ্বে উঠে বিচার করা দরকার। সম্প্রতি নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের নির্বাচনী ফলাফল রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, দুই কেন্দ্রেই বিজেপি বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। বিশেষ করে রেজিনগরের মতো মুসলিম-অধ্যুষিত কেন্দ্রে বিজেপির সাফল্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এই ফলাফলকে কেবল একটি দলের সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় কি না, কিংবা ভোটারদের মনোভাবের পরিবর্তন, বিরোধী শিবিরের দুর্বলতা ও স্থানীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতটা প্রভাব ফেলেছে, তা বুঝতে আরও তথ্য ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ভোটারদের পছন্দকে অবজ্ঞা করে কোনও ফলাফলকে আগেভাগে ষড়যন্ত্রের ফসল বলে ঘোষণা করাও যুক্তিসংগত নয়। কিন্তু নির্বাচনে জয় এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা দুটি পৃথক প্রশ্ন। কোনও দল বিপুল ভোটে জিতেছে বলেই নির্বাচন নিয়ে ওঠা প্রতিটি অভিযোগ ভিত্তিহীন হয়ে যায় না। আবার অভিযোগ উঠেছে বলেই ভোট লুট বা কারচুপি প্রমাণিত হয় না। গণতন্ত্রের স্বার্থে এই পার্থক্যটি মনে রাখা জরুরি। নির্বাচনের দিন বুথ দখল, ভোটারদের ভয় দেখানো, পোলিং এজেন্টদের বাধা দেওয়া কিংবা ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ উঠলে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সেগুলির যথাযথ তদন্ত করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করা। অভিযোগের সত্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত প্রমাণের ভিত্তিতে, দলীয় প্রচারের জোরে নয়।

এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা পড়া ৯৭টি অভিযোগের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দুই কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ ঘিরে এতগুলি অভিযোগ পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগের সংখ্যা নিজে থেকেই অনিয়মের প্রমাণ নয়। কোন অভিযোগে কী ঘটেছিল, কতগুলি অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে, কোথায় তদন্ত হয়েছে এবং কমিশন কী ব্যবস্থা নিয়েছে— এই তথ্যগুলি প্রকাশ্যে আসা দরকার। কমিশন যদি অভিযোগগুলির বিষয়ে স্বচ্ছ ব্যাখ্যা দেয়, তবে জনসাধারণের আস্থা

বাড়তে পারে। আর যদি কোনও অভিযোগ উপেক্ষিত হয়ে থাকে, তারও জবাবদিহি থাকা উচিত। ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। তার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা নয়, গণতন্ত্রের প্রতি নাগরিকের আস্থারও ভিত্তি। শাসক দল ও বিরোধী দল, উভয়ের ক্ষেত্রেই কমিশনের একই মানদণ্ড প্রয়োগ করা দরকার। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, প্রশাসনিক পক্ষপাত কিংবা ভোটারদের অধিকার খর্ব করার অভিযোগে দ্রুত ও যুক্তিসংগত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। কমিশনের সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা যত বেশি হবে, রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগের অবকাশ তত কমবে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। 'মা-মাটি-মানুষ' স্লোগান রাজ্যের রাজনীতিতে মানুষের অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে যুক্ত। কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্প বহু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সাফল্যকে নির্বাচনী সমর্থনের নিশ্চয়তা বলে ধরে নেওয়া যায় না। ভোটাররা সরকারি পরিষেবার পাশাপাশি কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্ব, আইনশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক আচরণ বিচার করেও সিদ্ধান্ত নেন। তাই নির্বাচনী ফলাফল থেকে শিক্ষা নিতে হলে ভোটারদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করার পাশাপাশি তার সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে। এই রাজ্য-রাজনীতির বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দিল্লির ককরোচ জনতা পার্টির ১০ অক্টোবরের বিক্ষোভ। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আয়োজিত এই কর্মসূচিকে ঘিরে দিল্লিতে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা, বিক্ষোভকারীদের আটক এবং যোগাযোগ পরিষেবায় বিধিনিষেধের খবর প্রকাশিত হয়েছে। ভোটার তালিকা সংশোধন এবং বিপুলসংখ্যক নাম বাদ পড়ার অভিযোগ এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বিষয়। আন্দোলনকারীদের দাবি ও নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যের মধ্যে কোনটি তথ্যের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা নির্ধারণ করতে সংশোধিত ভোটার তালিকা, বাদ পড়া নামের হিসাব, আপত্তি জানানোর সুযোগ এবং পুনর্বিবেচনার প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখা দরকার।

শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ গণতান্ত্রিক অধিকার। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব প্রশাসনের রয়েছে, কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের নামে প্রতিবাদের অধিকার অযথা সংকুচিত করা হলে তা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে, আন্দোলনকারীদেরও শান্তিপূর্ণ আচরণ বজায় রাখা এবং তথ্যের ভিত্তিতে দাবি উত্থাপন করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের শক্তি প্রদর্শন কিংবা রাজনৈতিক উত্তেজনা— কোনওটিই স্বচ্ছ তদন্তের বিকল্প হতে পারে না। সামাজিক মাধ্যমও এই বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেখানে প্রকাশিত ভিডিও বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য কোনও ঘটনার প্রাথমিক সূত্র হতে পারে, কিন্তু প্রতিটি ভিডিওকে যাচাই না করে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা বিপজ্জনক। ভিডিওর সময়, স্থান, সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট এবং নির্ভরযোগ্য স্বাধীন সূত্রের সঙ্গে তার মিল পরীক্ষা করা জরুরি। গণতন্ত্র রক্ষার নামে ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাগরিকের বিচারবোধ।

ভারতের গণতন্ত্রের সামনে আজ তাই দ্বিমুখী দায়িত্ব। একদিকে ভোটারদের স্বাধীন সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে হবে, অন্যদিকে নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হতে হবে, যাতে কোনও নাগরিকের মনে তাঁর ভোটের মূল্য নিয়ে সংশয় না থাকে। পশ্চিমবঙ্গে যে দলই জিতুক বা হারুক, নির্বাচনী অভিযোগের নিরপেক্ষ নিষ্পত্তি এবং ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা সবার স্বার্থেই জরুরি। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব কোনও একটি দল, সরকার কিংবা আন্দোলনের একার নয়। এই দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, সংবাদমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজের সম্মিলিত। ভোটের ফলাফলকে সম্মান করা যেমন গণতান্ত্রিক কর্তব্য, তেমনই সেই ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার উত্তর দাবি করাও নাগরিক অধিকার। রাজনৈতিক স্লোগানের বাইরে গিয়ে প্রমাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ভিত্তিতে এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা হলেই গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা শক্তিশালী হতে পারে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১০ অক্টোবর থেকে আগামী বছরের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত বিন্দুবাসিনী হল্টে দাঁড়াবে আরও তিনটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল পূর্ব রেল

রাজ্য

নতুন নিম্নচাপ দুর্গাপুজোয় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি

প্রতিবেদন : পুজোর সময় বৃষ্টি হবে না বলে আশার বাণী শোনালেও দিন এগিয়ে আসতেই মন খারাপের খবর দিচ্ছে হাওয়া অফিস। বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একাধিক সিস্টেম তৈরি হচ্ছে, যার ফলে আগামীকাল থেকে পুজোর কয়েকটা দিন বাংলায় ভালমতো বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। নতুন নিম্নচাপের জেরে সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও

পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। বাংলার আবহাওয়ার ভোলবদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ১৪ অক্টোবর থেকে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং জেলায়ও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে।

শুধুই লজ্জা! বায়ুদূষণে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল তিলোত্তমার

প্রতিবেদন: রাজধানী দিল্লিকে পিছনে ফেলে বায়ুদূষণে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করল তিলোত্তমা। বিশ্বব্যাপী বাতাসের গুণগত মান নজরদারি সংস্থা 'আইকিউএয়ার'-এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কলকাতার বাতাস বর্তমানে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছেছে। যেখানে দিল্লির দূষণের মাত্রা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে, সেখানে কলকাতার পরিস্থিতি দিন দিন আরও জটিল হচ্ছে।বছরে বহুদিন শীর্ষস্থানে থাকা দিল্লি ১২৬ দেশের মধ্যে নবম স্থানে আছে।রবিবার সকাল ৮'টায় কলকাতার দূষণ মাত্রা ছিল রীতিমতো দুশ্চিন্তার। তথ্য বলছে, বাতাসের মান শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে তার স্বাস্থ্যকর বলে বিবেচিত হয়। একশোর মধ্যে থাকলে মোটের উপর সহনশীল বলে বিবেচনা করা হয়। সেখানে কলকাতা পৌঁছে গেছে ১৮৭ নম্বরে। এই আকস্মিক অবনতির প্রধান কারণ হল শহরের বর্তমান শুষ্ক আবহাওয়া । চিকিৎসকেরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, এই দূষিত বাতাসে শ্বাস নেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ এবং শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানিতে আক্রান্ত রোগীদের

ঘরের বাইরে কম বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশকর্মীরা অবিলম্বে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে রাস্তায় জল ছড়ানো এবং ধুলো নিয়ন্ত্রণের মতো জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শহর ও লাগোয়া এলাকায় নির্মাণ কাজের ফলে ধূলিকণার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। বিগত একমাস যাবত কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে পুজোর আগে জল না ছিটিয়েই ধুলো ঝাড় দেওয়ার কারণেই ধূলিকণার পরিমাণ আরও বেড়েছে।

প্রথম দশে যাদবপুর ও আইআইটি খড়গপুর

প্রতিবেদন : সাফল্যের শিখরে রাজ্যের দুই বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ব সেরাদের প্রথম দশে তিন নম্বরে স্থান পেল আইআইটি খড়গপুর। দশম স্থানে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও এলসেভিয়ার প্রকাশিত ২০২৬ সালের 'ওয়ার্ল্ডস টপ টু পারসেন্ট সায়েন্টিস্টস'-এর নয়া তালিকায় স্বমহিমায় জায়গা করে নিয়েছে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের সেরা ২ শতাংশ বিজ্ঞানীর

তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন খড়গপুর আইআইটি-র ৯৭ জন গবেষক। আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ জন গবেষক। সবাইকে টপকে দেশের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গবেষক নিয়ে তালিকার এক নম্বরে রয়েছে বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স। তাদের ১৩৯ জন গবেষক জায়গা পেয়েছেন বিশ্বের সেরা ২ শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকায়। এছাড়াও রয়েছে আইআইটি রুরকি, আইআইটি বম্বে, আইআইটি কানপুরের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও।

সাফল্যের এক দশক পার! সুর-ছন্দের মায়াজালে মন ছুঁয়ে গেল 'সারঙ্গীর দশ গাঁথা'

প্রতিবেদন : সুর, ছন্দ আর অক্ষরের মেলবন্ধনে সাফল্যের একটি দশক পার করল ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ভালবাসার প্রতিষ্ঠান 'সারঙ্গী কলাকেন্দ্র'। এই গৌরবময় পথচলাকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং প্রতিষ্ঠানের ১০ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শনিবার ধনিয়াখালিতে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে উদযাপিত হয়ে গেল একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক উৎসব। যার নাম 'সারঙ্গীর দশ গাঁথা'।

ধনিয়াখালির অন্যতম প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধনিয়াখালি মহামায়া বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে শনিবার সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল এই

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের চমৎকার পরিবেশনায় ১০টি নিজস্ব বিশেষ প্রযোজনা, যা উপস্থিত দর্শকদের মোহিত করে। তাঁদের ১০টি নিবেদনের মধ্যে 'সাধারণী নমস্তুতে', 'আর বিলম্ব নয়', 'অনুরণন', 'মানুষের ভিতর মানুষ'-এর নিবেদন সত্যিই মন ছুঁয়ে যায়।

দশম বর্ষপূর্তির এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে আলোকিত করেছিলেন সংস্কৃতির আঙিনার বেশ কিছু বিশিষ্ট গুণীজন। আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় ছিলেন হুগলী মিউজিক অ্যাকাডেমির কর্ণধার রমেশ সিংহরায় ও দীপ্তি সিংহরায়, আকাশবাণী কলকাতার সহকারী নির্দেশক অনন্যা মজুমদার, রূপরথ-এর কর্ণধার চৈতালী মল্লিক।

এই বিশেষ উৎসবের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন অঙ্গিরা ভট্টাচার্য ও অভীপ্সা ভট্টাচার্য। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি সফল করে তুলতে নিরলস পরিশ্রম করেছেন সারঙ্গী কলাকেন্দ্রের সভাপতি এলিত্রা রুদ্র, সম্পাদক সুলতা ভট্টাচার্য সহ সমস্ত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ।

উৎসবের রাতটিকে সুর ও ছন্দে ভরিয়ে তুলতে নিখুঁত সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অনির্বাণ মুখোটি। আবহ সঙ্গীতে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন প্রসাদ গাঙ্গুলী এবং অরবিন্দ চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সুন্দর পরিকল্পনা ও সফল পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অভীপ্সা ভট্টাচার্য।

একটি দশক পেরিয়ে আগামী দিনের সুন্দর স্বপ্ন দেখার এই মেলবন্ধনে ধনিয়াখালী ও সংলগ্ন অঞ্চলের প্রচুর সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ সপরিবারে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধ করেছেন।

স্বামী সোহাগি রূপেই লাহা বাড়িতে বছরভর থাকে উমা

প্রতিবেদন : উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির ঠিক বিপরীতে, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সুবিশাল রাজকীয় প্রাসাদ। ইটের পর ইট সাজানো সেই দেওয়াল আর থামগুলোর দিকে তাকালে যেন ইতিহাস ফিসফিস করে কথা বলে ওঠে। এটিই কলকাতার বিখ্যাত চোরবাগান লাহা বাড়ি। বিশ্বায়নের যুগে শহরের বারোয়ারি পুজোগুলো যখন থিম আর আলোর চাকচিক্যে মত্ত, তখন লাহা বাড়ির ঠাকুরদালান আজও ধরে রেখেছে এক অনন্য সাবেকিয়ানা ও অচলা ভক্তি। এখানকার দুর্গাপুজোর ইতিহাস প্রায় ২২৫ বছরেরও বেশি প্রাচীন। এই বনেদি বাড়ির পুজোর বিশেষত্ব, এখানে দেবী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী নয়, বরং স্বামী সোহাগি রূপে অবতীর্ণ হন। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন এই পরিবারে দেবী আসেন

এক শান্ত, বরাভয় জগজ্জননী মূর্তিতে। একচালার প্রতিমায় উমা এখানে অস্ত্রহীন এবং তিনি স্বামী শিবের কোলে আসীনা। পাশে থাকেন তাঁর চার সন্তান। সিংহের মুখটি এখানে ঘোড়ামুখো রূপী 'নরসিংহ'। হিংসা বা রক্তপাতহীন এই শান্ত 'হর-গৌরী' রূপ দেখতে প্রতি বছর দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমান এ বাড়ির ঠাকুরদালানে।

ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, প্রায় ২৩০ বছর আগে রাজীবলোচন লাহা এই পুজোর পত্তন করেন, যা পরবর্তীতে তাঁর পুত্র প্রাণকৃষ্ণ লাহার হাত ধরে বিস্তৃতি পায়। আবার কেউ কেউ বলেন, ভগবতীচরণ লাহা বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের এই বাড়িটি কিনে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে শিবচরণ লাহার আমলে এই পুজোর বৈভব ও জাঁকজমক বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে লাহা পরিবারের তিনটি তরফ পালা করে এই পুজো করা হয়।

এই বাড়ির পুজোর প্রতি পদক্ষেপেই রয়েছে অভিনবত্ব। এখানে রথে নয়, বরং জন্মাষ্টমীর দু-তিনদিন পর কাঠামো পুজো হয়। তখন একটি ছোট্ট মাটির গণেশ পুজো করে মূল কাঠামোর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়, যা পরে বড় গণেশের পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিপদের দিন থেকে শুরু হয় চণ্ডীপাঠ। একসময় মহালয়া থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত এ বাড়ির উঠোনে বসত জমজমাট যাত্রাপালার আসর, তবে কালের বিবর্তনে সেইসব এখন অতীত।মহালয়া থেকেই শুরু হয়ে যায় হরেক রকমের মিষ্টি তৈরির প্রস্তুতি। লুচি, পুরি, কচুরি এবং প্রায় ২৫ থেকে ৩০ রকমের ঘরোয়া মিষ্টি ও ভাজাভুজি দিয়ে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়। দশমীর দিন উমাকে 'দোলা' বা পালকিতে করে গঙ্গাবক্ষে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তবে প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেলেও, মাটির প্রতিমার মূল কাঠামোর বিসর্জন দেওয়া হয় না। সেই পবিত্র কাঠামোটি ফিরিয়ে আনা হয় ঠাকুরদালানে। লাহা বাড়ির সদস্যদের বিশ্বাস— প্রতিমা জলে গেলেও উমা মা এই কাঠামো আঁকড়ে বছরের ৩৬৫ দিনই থেকে যান তাঁদের পরিবারের সাথে। আর এই চিরন্তন বিশ্বাস ও নিষ্ঠাই উত্তর কলকাতার লাহা বাড়ীকে আজ শতবর্ষ পরেও দুর্গাপুজোর এক অনন্য পীঠস্থান করে রেখেছে।

নারী নিরাপত্তায় বিশেষ উদ্যোগ

প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোয় মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ বসিরহাট জেলা পুলিশের। বসিরহাটের সুন্দরবনের ন্যাজাট থানা এলাকায় টহল দিল পুলিশের বিশেষ মহিলা বাহিনী 'দুর্গা বাহিনী'। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দা ভাওয়ালের নির্দেশে, দুর্গা বাহিনীর সদস্যরা ন্যাজাট থানা এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘোরেন। মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি, কোনওরকম সমস্যা বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়লে কীভাবে পুলিশের সাহায্য নেওয়া যায়, সে-বিষয়েও সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফেরিঘাট ও অন্যান্য জনবহুল এলাকায় ভিড়ের সুযোগ নিয়ে যাতে কেউ মহিলাদের হেনস্থা করতে না পারে, সেদিকে নজর রাখাই পুলিশের এই বিশেষ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

রাজ্য

12 October, 2026 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চলছে পুজোর কেনাকাটি। হাতিবাগানে শেষ রবিবার

চাই জ্ঞানেশের ইস্তফা ও গ্রেফতার
আগামীকাল কলকাতার রাজপথে তৃণমূলের ছাত্র-যুব-আইটি-মহিলারা

প্রতিবেদন : ভোটচোর জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা ও গ্রেফতারির দাবিতে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লি পুলিশের আটক করার প্রতিবাদে আগামীকাল মঙ্গলবার শহরের পথে নামছে তৃণমূলের ছাত্র, যুব, আইটি, মহিলা কর্মী-সমর্থকরা। দিল্লিতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের দেখানো পথেই কলকাতার রাজপথে নামবে তৃণমূলের সদস্যরা। ১৩ অক্টোবর, মঙ্গলবার দুপুর ২টো থেকে শুরু হবে প্রতিবাদ মিছিল। রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত রাজপথের দখল নেবেন তৃণমূলের ছাত্র, যুব, মহিলারা। কেন্দ্রীয় সরকারের গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের বিরোধিতা, ভোটচোর জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা ও গ্রেফতারি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লি পুলিশের আটক করার প্রতিবাদে-সহ চার দাবিতে তৃণমূলের এই প্রতিবাদ মিছিল। রাজ্যের কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক আগামীকালের এই মিছিলে যোগদান করবেন। ১০ অক্টোবর দিল্লিতে প্রতিবাদে যোগ দিতে গিয়ে প্রিজন ভ্যানে তুলে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত কিডন্যাপ করে অমিত শাহের পুলিশ। ২ ঘণ্টা ধরে ঘোরানো হয় দিল্লির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। নেত্রী সহ দোলা সেন, ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাকেত গোখেল, সামিরুল ইসলামদেরও গ্রেফতার করা হয়। এরই প্রতিবাদে মিছিলে করতে চলেছে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। দিল্লিতে যে আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে এবার তা আছড়ে পড়তে চলেছে কলকাতাতেও। মিছিলকে সফল করে তুলতে চলছে জোরকদমে প্রস্তুতিও।

মহানায়কেই মজেছে আইএইচই ওয়েলফেয়ার দুর্গাপূজা কমিটি

প্রতিবেদন : বাংলার চিরজাগরুক নস্টালজিয়া, ম্যাটিনি আইডল, পোর্ট ট্রাস্টের সামান্য কেরানি থেকে ইন্ডাস্ট্রি হয়ে ওঠা একটা কিংবদন্তি স্বপ্ন উত্তম কুমার। এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। আর ভারতীয় সংস্কৃতির আঙিনায় এমন একটা গৌরবোজ্জ্বল বছরে তাঁকে নিয়ে উদযাপনের কাড়াকাড়ি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও ভাবনায় অতি উত্তম হয়ে ওঠার ছবি দেখতে অবশ্যই আসতে হবে বি. গার্ডেন আইএইচই ওয়েলফেয়ার দুর্গাপূজা কমিটির মাতৃ মণ্ডপে। উত্তমের অভিনয়ের নানা ঝলক, তাঁর ভুবনবিজয়ী হাসি, তাঁর শরীরী ভাষার প্রতিফলন দিয়ে সেজে উঠেছে মণ্ডপ প্রাঙ্গণ। শুধু তাই নয়, আসল চমক লুকিয়ে থাকবে আলোকসজ্জায়। পুরনো দিনের আলোর সাজে গোটা আবাসন চেহারা নিতে চলেছে স্টুডিওপাড়ার। মূল গেট থেকে মণ্ডপ প্রাঙ্গণ পর্যন্ত উত্তমের ছবির পোস্টার দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে। প্রায় ২০০ মিটার মূল ফটকটি আলপনায় রাঙিয়ে তুলবেন

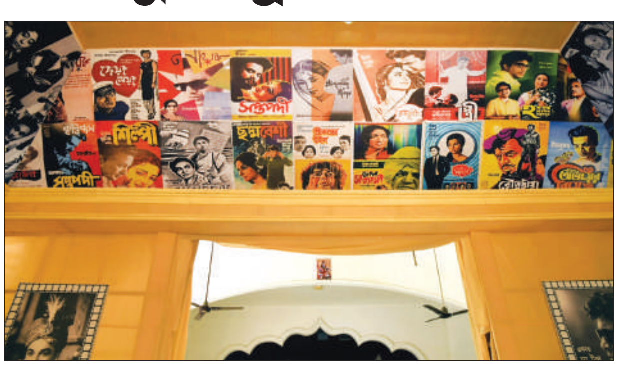

আবাসিকরা। সব মিলিয়ে পুজোর ক'টা দিন এই পুজো মণ্ডপ শুধু উত্তমে নয়, ঐতিহ্যের উদযাপনে হয়ে উঠবে অতি উত্তম। বাঙালির নস্টালজিয়া আর মহানায়কের প্রতি ভালবাসাকে এক সুতোয় বেঁধে তৈরি হয়েছে এই মণ্ডপ। 'সপ্তপদী'র বাইক চালানোর সেই আইকনিক দৃশ্য থেকে শুরু করে 'নায়ক', 'হারানো সুর' কিংবা 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'র চেনা সংলাপ ও সুরের মূর্ছনা মণ্ডপের আবহকে এক মায়াবী রূপ দিয়েছে।

মণ্ডপে প্রবেশ করলে সময়ের চাকা ঘুরে দর্শক পৌঁছে যাবেন বিংশ শতাব্দীর সেই ষাট বা সত্তরের দশকে, যখন সিনেমা হলের বাইরে 'হাউসফুল' বোর্ড ঝুলত শুধু একটি নামের ম্যাজিকে। সমগ্র ভাবনা প্রসঙ্গে পুজো কমিটির সম্পাদক জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, উত্তম কুমার বাংলার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। আর এবছর তাঁর জন্ম শতবর্ষ। ফলে সব মিলিয়ে আমরা পুজোর ক'টা দিন এখানে বাঙালিয়ানার উদযাপন করব। বাঙালি বলতে আমরা বুঝি দুর্গাপুজো, খাওয়াদাওয়া, রবীন্দ্রনাথ, ফুটবল আর উত্তম কুমার।

আড়াই বছরের পড়ুয়াকে আছাড় মেরে ধৃত শিক্ষিকা

প্রতিবেদন : আড়াই বছরের শিশুকে মাটিতে আছাড় শিক্ষিকার। অমানবিক এই ঘটনাটি ঘটেছে নিউ আলিপুরের একটি বেসরকারি স্কুলে। অভিযুক্ত শিক্ষিকা সানন্দা পাল। এই ঘটনায় গুরুতর চোট পেয়েছে প্রি-নাসারির ওই পড়ুয়া। অভিযোগ, শিশুটির ডান পা ভেঙে গিয়েছে। ঘটনাটি সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পরিবার সূত্রে খবর, শুক্রবার স্কুল চলাকালীন কোনও কারণে কান্নাকাটি করছিল শিশুটি। সহ্য করতে না পেরে রেগে যান শিক্ষিকা। এরপরই শিশুটিকে তুলে মাটিতে আছাড় মারেন বলে অভিযোগ। আঘাত পেয়ে যন্ত্রণায় কাঁদতে শুরু করে খুদে। খবর পেয়ে দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। চিকিৎসার পর জানা যায়, শিশুটির ডান পা ভেঙে গিয়েছে।

ঘটনার পর অভিযুক্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধে নিউ আলিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে শিশুটির পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর শিক্ষিকাকে গ্রেফতার করা হয়। ঠিক কী কারণে শিক্ষিকা অমানবিক ঘটনা ঘটালেন, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

শিশুদের নিরাপত্তা ও স্কুলে তাদের প্রতি শিক্ষকদের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুরুষের শরীরে মিলল জরায়ু ও ডিম্বনালি

প্রতিবেদন: পুরুষের শরীরে নারীদেহের অঙ্গ। হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে পুরুষের শরীরে মিলল জরায়ু ও ডিম্বনালি। তাজ্জব চিকিৎসকরা। ওই রোগীর শরীরে কোনও অণ্ডকোষ পাওয়া যায়নি। এই ঘটনাটিকে বিরল থেকে বিরলতম বলেই দাবি করছেন চিকিৎসকেরা।

যুবক বজবজের বাসিন্দা। গত সোমবার ডায়মন্ড হারবারের এক নার্সিংহোমে হার্নিয়ার অপারেশনের জন্য যান। পরদিন তাঁর অপারেশন করাতে গিয়ে এই বিরলতম ঘটনাটি আবিষ্কার করেন চিকিৎসকরা। ওই যুবকের শরীরে জরায়ু এবং ডিম্বনালি দেখা যায়। এই দুই অঙ্গই নারীদেহে থাকে। সন্তানধারণের জন্য মহিলাদের দেহে একজোড়া নলের মতো অঙ্গ থাকে। যার মাধ্যমে ডিম্বাশয় থেকে নির্গত ডিম্বাণু জরায়ুতে পৌঁছয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে 'সিউডোহেরম্যাফ্রোডিটিজম' বলে।

চিকিৎসকদের মতে, কাউকে দেখতে পুরুষের মতো হলেও জিনগত কিংবা প্রজননগত ক্ষেত্রে নারী হতে পারেন। যদিও এটি অত্যন্ত বিরল বলেই মত চিকিৎসকদের। হরমোনের অস্বাভাবিকতা, ভ্রূণের বিকাশের সময় অ্যান্ড্রোজেনের প্রভাবে পুরুষ শরীরে জরায়ু ও ডিম্বনালি দেখা যেতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, অ্যান্ড্রোজেনের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে ক্লিটোরিস স্বাভাবিকের তুলনায় বড় আকারের হয়। যা পুরুষাঙ্গের মতো দেখতে হয়। অথচ অণ্ডকোষ থাকে না। এক্ষেত্রেও বজবজের ওই যুবকের অণ্ডকোষ রয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হয়। তবে চিকিৎসকদের দাবি, তাঁর অণ্ডকোষ ছিল না। রোগীর দেহ নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

কিডন্যাপ করেছিল পুলিশ নেত্রীর অভিযোগই ধ্রুবর মুখে

(প্রথম পাতার পর)

অভিযোগ করে সিজেপি নেতৃত্ব জানায়, শীঘ্রই একনায়কতন্ত্রের শেষ হবে। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এই মর্মে জানান, ধ্রুব রাঠিকে নিয়ে যে রটনা হয়েছে, তাতে প্রমাণিত তাঁকে যারা ভয় পায়, তারা কুৎসা করতে না পেরে দমনপীড়নের রাস্তায় হেঁটেছে। যে আন্দোলন ঠেকাতে প্লেনের মাঝখান থেকে অ্যারেস্ট করতে হয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী-আধাসেনা মোতায়েন করতে হয়, কলকাতা-দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস বাতিল করতে হয়, মেট্রো বন্ধ রাখতে হয়, প্রমাণিত সেই আন্দোলন শাসককে নাড়িয়ে দিয়েছে। যে ফোর্স শনিবারের আন্দোলন দমনে নামানো হয়েছিল, সেই ফোর্স নামালে মণিপুরও শান্ত হয়ে যেত। এদিন পুলিশের হাত থেকে মুক্তির পর ধ্রুব রাঠির দাবি, গুরুগ্রামের বাড়ি থেকে তাঁকে যেভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে আইন মেনে গ্রেফতারি বা আটক করার কোনও মিল নেই। বরং গোটা ঘটনাই ছিল অপহরণের ছক। একইসঙ্গে নিজের ভারতীয় পাসপোর্ট প্রকাশ্যে এনে নাগরিকত্ব নিয়ে ওঠা বিতর্কেরও জবাব দিয়েছেন ইউটিউবার। শনিবার দিল্লিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালীন ধ্রুবকে তাঁর গুরুগ্রামের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। প্রায় ২০ থেকে ২২ ঘণ্টা পর শনিবার রাতে তাঁকে ছাড়া হয়। তারপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই ধ্রুব রাঠিও দাবি করেন, তাঁকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল।

আবার সেই অভিযোগের সুরে সিজেপি নেতৃত্ব জানান, থানা থেকে মুক্তি পেয়ে প্লেন থেকে তাঁদের তিনজনকে 'অপহরণ' করা হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, নরেন্দ্র মোদি ভারতের লজ্জা। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে যাওয়া মানুষদের সঙ্গে পুলিশ ধস্তাধস্তি ও মারপিট করেছে। আন্দোলন শুরুর আগেই প্লেন থেকে তাঁদের তিনজনকে অপহরণ করা হয়। গত ৭২ ঘণ্টায় মোদি সরকার যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তা জরুরি অবস্থার সময়কার ঘটনাকেও ছাপিয়ে যাওয়ার মতো। বিজেপিকে নির্বাচনে জেতানোর স্বার্থে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করতে চাইছে মোদি সরকার। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেই যদি প্রতিবাদীদের আটক করা হয়, তবে গণতন্ত্রে বিরোধী স্বর কোথায় দাঁড়াবে? সৌরভ দাস বলেন, কোনও নথি ছাড়াই পুলিশ তাঁদের প্লেন থেকে নামিয়ে নিয়ে যায়। এরপর তাঁদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। এমনকী আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। প্রতিবাদীদের সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছে, যা নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও আইনি সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ধ্রুব রাঠি ও সিজেপি নেতৃত্ব সকলেরই মুখে অপহরণের অভিযোগ। সিজেপির অভিযোগ, গণতন্ত্রে প্রতিবাদকে মোকাবিলা করার পথ হওয়া উচিত আলোচনা ও জবাবদিহি, আটক ও ভয় দেখানো নয়। মোদি সরকার যদি সত্যিই গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ হয়, তবে এই অভিযোগগুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত বলেই দাবি দলের নেতৃত্বের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাদারিহাট ব্লকের টোটো পাড়ায় রবিবার সকালে উদ্ধার হল একটা বিশালাকার কিং কোবরা। এদিন টোটোপাড়া বাজার সংলগ্ন একটি সুপারি বাগান থেকে উদ্ধার হয় ওই বিশালাকার সাপটি

চা-শ্রমিকদের বোনাসের টাকায় ভাগ বসানো নিয়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : চা-শ্রমিকদের কমিশনের টাকাতেও ভাগ বসাচ্ছে বিজেপি! আর একদল আবার জানাচ্ছে প্রতিবাদ। এ নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর। প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জখম হলেন আরও কয়েকজন কর্মী। ঠিক কী ঘটেছিল? স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইসলামপুরের ভদ্রকালী টি স্টেটের এক চা-শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পেয়ে সমবেদনা জানাতে তাঁর বাড়িতে যান দলেরই কিছু বিজেপি কর্মী। সেখানে গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি জীবেশ বাড়ুইয়ের নির্দেশেই দলের একাংশ শ্রমিকদের প্রাপ্য বোনাসের টাকা থেকে অবৈধভাবে কমিশন সংগ্রহ করছে। প্রতিবাদী কর্মীদের ওপর লাঠি ও লোহার রড নিয়ে হামলা চালায় প্রতিপক্ষরা। সংঘর্ষে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে কর্মীদের রামগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই মারধরের ঘটনায় পুলিশ বিজেপির বুথ সভাপতি মজরুল হককে আটক করেছে। যদিও এই ঘটনার সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি জীবেশ বাড়ুই। এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। দলের অন্দরে এই অর্থ আদায় ও মারধরের ঘটনা নিয়ে চা-বাগানের শ্রমিক মহলেও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।

দলের কোন্দলে জখম বিজেপির কর্মীরা।

দশভুজার হাতের কাজেই সেজে উঠেছে পুজো মণ্ডপ

কাজে ব্যস্ত মহিলারা।

সঞ্জয় রায় ● বালুরঘাট

বারো মাসে তেরো পার্বণ। সেই তেরো পর্বের মধ্যে বাঙালিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। পুজোর আগে পুজোর মণ্ডপ তৈরিতে ব্যবহৃত নানা উপকরণ তৈরির কারুকার্য করে বাড়তি উপার্জন করছেন গৃহবধূরা। বালুরঘাট শহরের ব্রিজকালি এলাকায় গত এক মাসের বেশি সময় ধরে হাতের নানা কাজ করছেন প্রায় ৭০ জন। শহরে এই সংখ্যা কয়েকশো। যারা সকলেই মহিলা। দিনরাত এক করে কাজ করছেন তারা। এই কাজ করে দিনে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা করে উপার্জন করেন মহিলারা। বাড়ির কাজ সেরে মণ্ডপের কারুকার্যের কাজ করে পুজোর জামাকাপড় কেনার টাকা জোগাড় করছেন। দুর্গাপুজোর মরসুম আশা মানেই সংসারে একটু বাড়তি অর্থের প্রয়োজন। সে তার নিজের পোশাকের জন্যই হোক বা প্রিয়জনকে উপহার দেওয়া। আর এই বাড়তি অর্থ উপার্জনের জন্য পুজোর আগে বালুরঘাট শহর সহ শহর লাগোয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির মহিলারা ডেকোরেটরের কাছে হাতের কাজ করছেন। মূলত এই হাতের কারুকার্যগুলি বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে লাগানো হবে। বর্তমানে দিন রাত এক করেই কাজ করছেন মহিলারা। বালুরঘাট শহর সহ জেলার বড় বড় পুজামণ্ডপগুলির সজ্জার জন্য বিভিন্ন ধরনের নকশা করা হয়। সোনা রঙ এর রুক্ষা, পুথি বা পাতাবাহার বা শোলার পালিশ করা নানান অঙ্গসজ্জা দিয়ে নানা রকমের ডিজাইন তৈরি করা হয়। যেগুলি মূলত শোলার উপর লাগানো হয়। পুজো মণ্ডপের মূল কাজ পুরুষরা করলেও কারুকার্যের কাজ সাধারণত মহিলারাই করে থাকেন। আর এই হাতের কাজে নিয়োগ করা হয় মহিলাদের। এই কাজ সারা বছরে পুজোর আগেই শুধু করতে পারেন। বাড়ির মহিলারা পরিবার সামলে ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিয়ে বাড়তি সময়টা নষ্ট না করে এই পুজো মণ্ডপের বাইরে বা ভেতরের কারুকার্যের কাজ করেন। এতে যা উপার্জন হয় তা দিয়ে পুজোর হাতখরচ হয়ে যায়। কেউবা আর্থিকভাবে সাহায্য করেন তার পরিবারকে। কখনও ঘণ্টাভিত্তিক চুক্তিতে, কখনও বা হাজিরার চুক্তিতে কাজের টাকা দিয়ে থাকেন ব্যবসায়ীরা। এদের কীরকমের নকশা হবে তা বলে দেওয়া হয়। এবং তার সবরকম উপকরণ দেওয়া হয়। বালুরঘাট শহরে ব্রিজকালি এলাকার একটি বড় ডেকোরেটর ব্যবসায়ীর ঘর, গোডাউনে বর্তমানে এই কাজ চলছে। পুজোর আর কয়েক দিন বাকি, তাই ব্যস্ততা তুঙ্গে। এতে অনেক সুবিধা হচ্ছে। পুজোর আগে হাতে কিছু পয়সা আসে তা দিয়ে সংসারের কাজে লাগে, নাতি-নাতনিদের জামাকাপড় কিনে দিই, ভাল লাগে। গীতা দাস জানান, সংসারের কাজ সেরে এখানে কাজ করি। এখানকার দাদারাই কাজ শিখিয়ে দিয়েছে। ভাল লাগছে সংসারে বাড়তি উপার্জন করতে পেরে। মালতী মুর্মু বলেন, পাঁচ বছর ধরে এখানে কাজ করছি পুজোর সময় বাড়তি কাজ করলে বাড়তি উপার্জন হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজের অর্ডার আসে। সেই মতো কাজ করি। ঘণ্টাভিত্তিক বা হাজিরা চুক্তিতে কাজের পারিশ্রমিক পাই। অন্যদিকে এবিষয়ে প্রশিক্ষক অনুপ বিশ্বকর্মন বলেন, গত জুলাই মাস থেকে কাজ শুরু হয়েছে। এখানে হিলি, বালুরঘাট, কালিয়াগঞ্জ, জলপাইগুড়ি নানান জায়গার পাঁচটি ক্লাবের মণ্ডপের কাজ চলছে। আমার এখানে সব মিলিয়ে ৬০ জন মহিলা বর্তমানে কাজ করছে। তাদের কেমন কাজ করতে হবে তা বলে দেওয়া হয়। এবং তারা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। বর্তমানে বিভিন্ন চুমকি ও কল্কা দিয়ে মণ্ডপসজ্জার সামগ্রী তৈরি করার কাজ চলছে জোরকদমে।

বাড়িতে উদ্ধার যুবকের দেহ মৃত্যুর কারণ নিয়ে রহস্য

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বাড়ির ভিতর থেকেই উদ্ধার হল যুবকের দেহ। কী করে মৃত্যু এ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ডুয়ার্সের মাটিয়ালির ঘটনা। মৃতের নাম প্রদীপ পাল (৪৭)। রবিবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর নিজ ঘরের ভেতরেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ওই ব্যক্তির দেহ দেখতে পান। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং ঘটনাস্থলে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। প্রাথমিক তদন্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, এদিন ওই ব্যক্তি কোনওভাবে একটি ঘর থেকে মই ব্যবহার করে অন্য একটি ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু যে ঘরে তিনি প্রবেশ করতে চাইছিলেন, সেটি বাইরে থেকে তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। মই দিয়ে যাতায়াত করার সেই মুহূর্তে কোনও কারণে তিনি ঘরের টিনের চালের মধ্যে আটকে পড়েন। স্থানীয়দের ধারণা, ওই অবস্থাতেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বা অন্য কোনও আকস্মিক কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাটিয়ালি থানার পুলিশ। পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালেও পাঠিয়ে দেয়। একইসঙ্গে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে মেটেলি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে। এই আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরে গোটা ক্ষুদিরাম পল্লী এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শ্রমিকদের টাকা না দিয়ে উধাও কর্তৃপক্ষ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : পুজোর মুখে লকআউটের নোটিশ ছাড়াই বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে জয় বীরপাড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষ। পুজো শুরু হতে বাকি মাত্র কয়েকদিন, আর সেই মোক্ষম সময়ে শ্রমিকদের দুর্দশার মুখে ফেলে পালিয়ে গেল কর্তৃপক্ষ। ওই বাগানে বোনাস দেওয়ার দিনক্ষণও ঘোষণা করেনি কর্তৃপক্ষ। যার ফলে পুজোর মুখে ফলে সমস্যায় পড়েছেন ওই বাগানের প্রায় ৫৫০ জন শ্রমিক। শনিবার বীরপাড়া সার্কেলের সহকারী শ্রম আধিকারিকের দফতর থেকে বোনাস সমস্যা কাটাতে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়, কিন্তু সেই বৈঠকে হাজির হননি জয় বীরপাড়া বাগান কর্তৃপক্ষ। ফলে ভেস্তে যায় ওই বৈঠক। এই ঘটনায় আশঙ্কার মেঘ জমেছে শ্রমিক মহল্লায়। তাঁদের আশঙ্কা, উৎসবের মরশুমে বোনাসের খুশির খবরের বদলে, মিলতে পারে লকআউটের নোটিশ। এই বিষয়ে প্রশাসন কোনও ভূমিকা নিচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শ্রমিকরা।

এটিএমে ফণা তুলে বসে আছে গোখরো!

প্রতিবেদন : এটিএমে টাকা তুলতে ঢুকেছিলেন এক গ্রাহক। অনেকক্ষণ ধরেই একটা শব্দ শুনতে পান। প্রথমে খেয়াল করেননি। পরে ওই শব্দ আরও বাড়তে থাকে। পিছনে তাকাতেই দেখতে পান ঠিক পিছনেই ফণা তুলে বসে আছে একটি গোখরো সাপ! মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপটিকে উদ্ধার করেন ডুয়ার্স নেচার অ্যান্ড স্নেক লাভার অর্গানাইজেশনের সদস্যরা। রবিবার দুপুরে কয়েকজন গ্রাহক ওই এটিএমে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকাই ভিতর থেকে ফোঁসফোঁস শব্দ শুনতে পান তাঁরা। শব্দের উৎস খুঁজতে পিছনে তাকাতেই দেখতে পান, কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা তুলে বসে রয়েছে একটি বিশাল গোখরো। বিষধর সাপটিকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত এটিএমের বাইরে বেরিয়ে আসেন গ্রাহকরা। এরপর খবর দেওয়া হয় সাপ উদ্ধারকারী সংগঠনকে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন সংগঠনের সদস্যরা। শুরু হয় সাপ উদ্ধারের কাজ। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় চার ফুট লম্বা গোখরো সাপটিকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। পরে সাপটিকে প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে এটিএমের গ্রাহক সৈকত ভট্টাচার্য জানান, টাকা তুলতে গিয়ে আচমকাই ফোঁসফোঁস শব্দ শুনতে পান তিনি। পিছনে তাকাতেই চোখে পড়ে বিশালাকার গোখরোটি। এরপর সাপ উদ্ধারকারী সংগঠনের সদস্যরা এসে সাপটিকে উদ্ধার করেন। সংগঠনের সদস্য ভজন সাহা জানান, সময়মতো সাপটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তা না হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। তবে শেষ পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পুজোর আগে কেনাকাটার জন্য এটিএমে গ্রাহকদের ভিড় বাড়ছে। তার মধ্যেই এটিএমের ভিতরে বিষধর গোখরোর উপস্থিতি ঘিরে ধূপগুড়িতে চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে সাপটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হওয়ায় স্বস্তি ফেরে এলাকায়।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
12 October, 2026 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

পুজোর আনন্দ ভাগ করে নিতে ঝাড়গ্রামে লোধাদের বস্ত্রবিতরণ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সুবর্ণরেখিক ভাষা ও সংস্কৃতি পরিবারের উদ্যোগে এক অন্য ধরনের উদ্যোগ দেখা গেল ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম ব্লকের ভালিয়াচাটি গ্রামের লোধাপাড়ায়। দুর্গোৎসবের আনন্দ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে রবিবার সংগঠনের পক্ষে রীতা দাস দত্ত লোধা সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন। ৯০ জন মহিলার হাতে শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। নতুন পোশাক পেয়ে গ্রামের মহিলারা খুবই খুশি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশ্বজিৎ পাল জানান, সমাজের পিছিয়ে-পড়া মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই পুজোর সার্থকতা। লোধা মা-দিদিদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা আনন্দিত। মহাশ্বেতাদেবীর অবর্তমানে এই সংগঠনই লোধাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে। লোধাদের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়ার জন্য প্রতি মাসে

একবার করে এই গ্রামে এসে সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোনও সমস্যা থাকলে তা লিপিবদ্ধ করে সমাধানের জন্য প্রশাসনের নজরে আনবেন সংগঠনের কর্মীরা। লোধা সম্প্রদায়কে সরকারিভাবে বিশেষভাবে অনগ্রসর উপজাতি গোষ্ঠী বা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু সচেতনতার অভাবে সরকারি নানান সুযোগ-সুবিধা থেকে এখনও ওঁরা বঞ্চিত রয়েছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ছিলেন শিক্ষক পুলকেশ ভক্তা, সমীর সিট, দেবাশিস খিলাড়ি, মিঠুন পাত্র প্রমুখ। বস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি গ্রামের ৬০ জন ছাত্রছাত্রীকে খাতা, কলম, চকোলেট এবং মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্বন্ধে সচেতন এবং বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিনও বিতরণ করা হয়। সভার শেষে গ্রামের প্রায় তিনশো মানুষকে মধ্যাহ্নভোজন করানো হয়।

রেজিনগরে জয়ের আনন্দ ফিকে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে

প্রতিবেদন : রেজিনগরে জয়ের আনন্দ ফিকে হয়ে গেল বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে। উপনির্বাচনে জয়ের আনন্দে কর্মী-সমর্থকেরা আত্মহারা হয়ে পড়লেও দলের বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মলয় মহাজনকে দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়, নির্বাচন চলাকালীন তাঁকে সেভাবে প্রচারেও দেখা যায়নি বলে অভিযোগ। এনিয়ে দলের মধ্যে জোর গুঞ্জন। যদিও শনিবার জয় উদযাপনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলা সভাপতি ও বহরমপুরের বিধায়ক সুব্রত মৈত্র। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে, সেখানে রেজিনগরের জয়ী প্রার্থীকে দেখা যায়নি। এবিষয়ে শাখারভের দাবি, সাংবাদিক সম্মেলনের কথা তাঁকে জানানোই হয়নি!

রেজিনগর উপনির্বাচনে জয়ের মার্জিন যে ৭৫ হাজার ছাড়াবে তা বিজেপির তাবড় ভোটকুশলীও কল্পনা করতে পারেননি। সেখানে ৬৩.১৪ শতাংশ ভোট পেয়ে ব্যাপক মার্জিনে জয়লাভ করার পরেও গণনাকেন্দ্র থেকে শুরু করে বিজয়মিছিল— কোথাও একবারও দলের জেলা সভাপতির দেখা মেলেনি! এমনকী, যে বহরমপুরে ভোটগণনা ও বিজয় মিছিল হল, সেখানকার বিধায়ককেও শুক্রবার রেজিনগরের উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর দেখা যায়নি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মলয় বলেন, মূলত কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাতে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা। বিধায়ক সুব্রত মৈত্রর গলাতেও একই সুর। তবে বিজয়মিছিলে জয়ী প্রার্থীর অনুপস্থিতি নিয়ে দুজনের মুখেই ছিল কুলুপ।

নরকঙ্কাল উদ্ধার মুর্শিদাবাদে

প্রতিবেদন: নরকঙ্কাল উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার দেবনাথ পাড়ায়। জানা গিয়েছে, দশদিন আগে নিখোঁজ হন এলাকার যুবক সুমন দেবনাথ। তাঁরই দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের বয়স ৩৪। দিন কয়েক আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। তারপর আর ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা একাধিক জায়গায় খোঁজ

নিলেও লাভ হয়নি। পরিবারের তরফে রানিনগর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। কিন্তু খোঁজ মেলেনি। দিন দশেক পর রবিবার বাড়ির একশো মিটার দূরে জঙ্গলে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখা যায়। পাশেই পড়েছিল একটি মোবাইল ও জুতো। খবর পেয়ে সুমনের স্ত্রী ছুটে যান। জুতো ও মোবাইল দেখে কঙ্কালটিকে শনাক্ত করেন। পুলিশ কঙ্কালটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের স্ত্রীর কথায়, স্বামী অতিরিক্ত মদ্যপান করত। দিন দশেক আগে তাই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হয়। এরপর তাঁর স্বামী রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যায়। আর ফিরে আসেনি। গত ৬ অক্টোবর রানিনগর থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ পরিবার ও প্রতিবেশীরা। তবে এটি খুন না আত্মহত্যা তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে অনুমান।

দাবি বিএমডব্লু, বিয়ের ১০ মাসেই মৃত্যু বধূর

প্রতিবেদন: বিয়ের ১০ মাসের মধ্যেই রহস্যমৃত্যু বধূর। নাম স্নেহা চক্রবর্তী। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডাকবাংলো রোড এলাকার বাসিন্দা। বাবা ধ্রুব চক্রবর্তী লালবাজারে কর্মরত। যমুনাবালীর বাসিন্দা রণদীপ জানার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল বছর পঁচিশের স্নেহার। দুই পরিবারের সম্মতিতে গত ডিসেম্বরে বিয়ে হয়। তখন জামাইয়ের দাবি মতো যৌতুকও দেওয়া হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়তে থাকে রণদীপের। সম্প্রতি বাপের বাড়ি থেকে ১০ লক্ষ টাকা আনার জন্য চাপ দিতে থাকেন তিনি। জানা গিয়েছে গোটা ঘটনায় রণদীপকে উসকানি দিত এক বন্ধু। কয়েকদিন ধরে বিএমডব্লু কেনা নিয়ে দম্পতির মধ্যে অশান্তি চলছিল। এসবের মাঝে বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে বিলাসবহুল গাড়ি কিনে ফেরেন রণদীপ। গত শুক্রবার রাতে রণদীপ ও তাঁর বন্ধু স্নেহাকে বেধড়ক মারধর করে। এরপর শনিবার রাতে শ্বশুরবাড়িতেই মেলে স্নেহার দেহ। স্নেহার বাবার দাবি, পরিকল্পনামাফিক অর্থের লোভে খুন করা

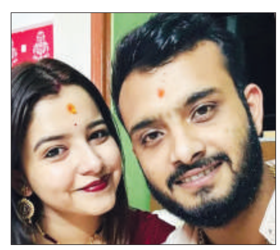

হয়েছে তাঁর মেয়েকে। কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগও করেছেন মৃতার বাবা। রণদীপ অত্যন্ত বদমেজাজি। প্রায়ই স্নেহাকে মারধর করত। সংসার ভাঙার ভয়ে একাধিকবার মীমাংসা করা হয়েছে। সম্প্রতি গাড়ির ডেলিভারিকে কেন্দ্র করে অশান্তি চরমে উঠেছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে রণদীপ সহ শ্বশুরবাড়ির দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অনন্য ঐতিহ্য বহন করে চলেছে মাইতিদের ৩০০ বছরের পুজো

প্রতিবেদন : শরতের আকাশে সাদা মেঘ, মাঠের ধারে কাশফুল আর বাতাসে উৎসবের গন্ধ দুর্গাপুজো এলেই যেন নতুন করে জেগে ওঠে বাংলা। শহরের থিমপুজোর চাকচিক্যের পাশাপাশি গ্রামবাংলার বনেদি ও জমিদার বাড়ির পুজোগুলিও বহন করে চলেছে শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাস, বিশ্বাস আর পারিবারিক পরম্পরা। তেমনই এক ঐতিহ্যের ঠিকানা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবংয়ের মোহাড় কানুচক এলাকার মাইতি বাড়ির দুর্গাপুজো। পরিবারের দাবি, প্রায় ৩০০ বছর ধরে এখানে নিষ্ঠার সঙ্গে হয়ে আসছে দুর্গাপুজো।

এই পুজোর সূচনার পিছনে রয়েছে এক স্বপ্নাদেশের কাহিনি। পরিবারের প্রবীণ সদস্য প্রভাত মাইতির কথায়, তাঁদের কুলদেবতা দধিবামন জীউ। পারিবারিক ইতিহাস অনুযায়ী, প্রায় ৫০০ বছর আগে রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ জগমোহন দধিবামন জীউকে এনে পুজো শুরু করেন। সেই ধর্মীয় পরম্পরার ধারাবাহিকতায় পরে পরিবারে যুক্ত হয় দুর্গাপুজো। পরিবারের সদস্যদের মুখে শোনা যায়, ওড়িশার জাজপুর এলাকা থেকে সবংয়ের মোহাড় কানুচকে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন রামপ্রসাদ মহান্তি। সেই সময় তিনি জমিদারি দেখাশোনার পাশাপাশি লবণ সংক্রান্ত রাজস্ব সংগ্রহের কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন বলে পরিবারের দাবি। পরবর্তীকালে পরিবারের পদবি পরিবর্তিত হয়ে মাইতি হয়।

সম্পদ, প্রতিপত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা কোনও কিছুর অভাব ছিল না রামপ্রসাদের। কিন্তু নিঃসন্তান হওয়ায় তাঁর মনে ছিল গভীর আক্ষেপ। পরিবারের প্রচলিত কাহিনি বলছে, এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেবী দুর্গার

দর্শন পান। স্বপ্নাদেশে নাকি দেবী নির্দেশ দেন নিজের হাতে মাটির প্রতিমা গড়ে দুর্গার আরাধনা করলে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

সেই বিশ্বাস নিয়েই রামপ্রসাদ নিজ হাতে মাটি দিয়ে দুর্গামূর্তি তৈরি করে পুজো শুরু করেন। আর সেই থেকেই পথচলা মাইতি বাড়ির দুর্গোৎসবের। সময়ের সঙ্গে বদলেছে অনেক কিছু, বদলেছে প্রজন্ম, তবে থামেনি দেবীর আরাধনা। বর্তমানে স্থানীয় শিল্পীর হাতে তৈরি হয় একচালার সাবেকি দুর্গাপ্রতিমা। দেবীর দুপাশে থাকেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তাঁদের নীচে স্থান পান কার্তিক ও গণেশ। মাইতি বাড়ির দুর্গাপুজোর আরেক বিশেষত্ব হল, এখানে মহালয়ার দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় পুজোর আচার। পঞ্চমী থেকে নবমী পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা নিয়ম মেনে নিরামিষ আহার করেন। একসময় এই পুজোয় পাঁঠাবলির প্রথাও ছিল। সেই সময়ের বলির খড়্গ সযত্নে সংরক্ষিত। দুর্গাপুজোর প্রায় এক মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি। বাড়ির গৃহবধূরা পুজোয় ব্যবহৃত পুরনো সামগ্রী ধোয়া-মোছা ও পরিষ্কার করার কাজে হাত লাগান। কর্মসূত্রে দূরে থাকা পরিবারের মেয়েরাও চেষ্টা করেন কয়েকদিন আগে বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে। ভোগেও রয়েছে আলাদা ঐতিহ্য। দেবীর কাছে নিবেদন করা হয় কাঁঠালি কলা, নারকেল দিয়ে তৈরি নানা মিষ্টি এবং গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি। বহু বছর ধরে একই নিয়মে চলে আসছে এই বিশেষ ভোগের আয়োজন। দশমীর দিন বাড়ির নিজস্ব পুকুরেই বিসর্জন দেওয়া হয় প্রতিমা। তখন একদিকে দেবী বিদায়ের বিষাদ, অন্যদিকে পরিবারের সকল সদস্যের একসঙ্গে থাকার আনন্দ দুই আবেগ মিলেমিশে এক হয়ে যায়। পুজোর কয়েকটা দিন নাচ, গান, আড্ডা আর হইহুল্লোড়ে জমে ওঠে গোটা বাড়ি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাসপাতালেই আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে। জানা গেছে, জখম যুবকের বাড়ি পুরুলিয়ার আড়শা থানা এলাকায়

আমার বাংলা
12 October, 2026 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

পুলিশের নাকের ডগায় কয়লা পাচার

অবাধে চলছে কয়লা পাচার।

সংবাদদাতা, আসানসোল : কয়লা পাচার কোনওভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। বেড়েই চলেছে। কখনও কখনও চাপে পড়ে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। যেমন এবার ঘটল এক কাণ্ড। ঝাড়খণ্ড থেকে অবৈধ কয়লা বোঝাই করে নিয়ে আসার অভিযোগে একটি ট্রাককে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় আসানসোলের পাঁচগাছিয়া এলাকায়। বরাকরের দিবুডিহ চেক পয়েন্টে পুলিশ ট্রাকটিকে থামানোর চেষ্টা করতেই চালক গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন বলে জানা গেছে। এরপরই ট্রাকটির পিছু নেয় পুলিশ। পুলিশের ধাওয়ার মধ্যেই পাঁচগাছিয়ার জুবিলি এলাকার ব্যাঙ্ক মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পুরনো ব্যাঙ্ক ভবনে ধাক্কা মারে ট্রাকটি। দুর্ঘটনার পরেই ট্রাক ছেড়ে পালিয়ে যান চালক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের দিক থেকে আসা কয়লাবোঝাই ট্রাকটিকে বরাকরের দিবুডিহ চেকপয়েন্টে আটকানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু চালক ট্রাক নিয়ে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এরপর ট্রাকটিকে আটকাতে ধাওয়া শুরু করে পুলিশ। সেই ধাওয়ার পরিণতিতেই পাঁচগাছিয়ার জুবিলি এলাকার ব্যাঙ্ক মোড়ে ঘটে দুর্ঘটনা। ট্রাকটি সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে একটি পুরনো ব্যাঙ্ক ভবনে। আচমকা এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর ট্রাকের চালক পালিয়ে যাওয়ায় তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। ট্রাকটিতে ঠিক কত পরিমাণ কয়লা ছিল, কোথা থেকে কয়লা তোলা হয়েছিল এবং কোথায় তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা স্পষ্ট নয়।

দিঘায় ৬ দিন বন্ধ দোকান, পুজোর আগে প্রশাসনের তুঘলকি সিদ্ধান্ত

প্রতিবেদন : পুজোর মুখে গরিবের মুখের গ্রাস কেড়ে নিল প্রশাসন। জানা গিয়েছে, ১১ অক্টোবর রবিবার থেকে আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে দিঘা সৈকতে থাকা সমস্ত দোকান। এই সিদ্ধান্তে বেজায় অখুশি দোকানদাররা।

এটা ঘটনা, পুজোর সময় অনেকেই ছুটি কাটাতে দিঘা যান। যার ফলে সি-বিচে পর্যটকদের ভিড় বেশি থাকে। দিঘায় ঘুরতে গেলে পর্যটকদের একটা বড় আকর্ষণ থাকে দিঘার সি-বিচের বিভিন্ন দোকান। স্ট্রিট ফুড থেকে সৈকতের বিভিন্ন দোকানে এই সময়ে বেশ ভিড় থাকে। কিন্তু পুজোর আগে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে মাথায় হাত পড়েছে ব্যবসায়ীদের।

জানা গেছে, কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে শনিবার যেরকম অনুষ্ঠান হয়েছে, ঠিক তেমনই অনুষ্ঠান হবে দিঘায়। দিঘায় সরকারি উদ্যোগে হতে চলেছে দু'দিন ব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান। যার পোশাকি নাম মায়ের আগমনে আনন্দ দিঘা জুড়ে। আগামী ১৪ ও ১৫ অক্টোবর দিঘায় চলবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রশাসনের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, দিঘাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে দিঘা সৈকতে থাকা সমস্ত দোকান ১১ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই নির্দেশ দিয়েছে দিঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ। সূত্রের খবর, নিউ দিঘাতে অবস্থিত জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এই অনুষ্ঠান হবে। দিঘা গেট থেকে আলো ও বিভিন্ন মূর্তি, ব্যানার, হোর্ডিং দিয়ে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গেছে, ১৪ ও ১৫ অক্টোবর দু'দিন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত ১০টা অবধি চলবে নানা অনুষ্ঠান। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই সিদ্ধান্তে বেজায় অখুশি। এতদিন দোকান বন্ধ থাকলে কোনও আয় হবে না পুজোর মুখে এই ভেবেই চিন্তায়। তবে প্রশাসনের চাপে তা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা।

জলে ভাসছে মরা মাছ, আতঙ্ক কাঁকসায়

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পুকুরের জলে নামলেই মৃত্যু হচ্ছে হাঁসের। শুধু তাই নয়, পুকুরের জলে ভেসে উঠছে মরা মাছও। পেপার মিল থেকে নির্গত দূষিত জল পুকুরে মিশে যাওয়ার কারণেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে কাঁকসার জাঠগড়িয়া এলাকায়। বিশেষ করে এলাকার আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁদের ব্যবহৃত একটি পুকুরে পেপার মিলের দূষিত জল ঢুকে পড়ায় এই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। পুকুরের জল দূষিত হয়ে পড়ায় একদিকে যেমন হাঁসের মৃত্যু হচ্ছে, তেমনই ক্ষতির মুখে পড়েছেন মাছের উপর নির্ভরশীল বাসিন্দারাও। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই পুকুরে পেপার মিলের জল ঢোকার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাঁদের কথায়, পুকুরের জলে হাঁস নামার পরই সেগুলির মৃত্যু হচ্ছে। পাশাপাশি, পুকুরে থাকা বহু মাছও মরে ভেসে উঠছে। ফলে শুধু আর্থিক ক্ষতিই নয়, পুকুরের জল ব্যবহার করা নিয়েও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এলাকায়। যে পুকুর এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, সেই পুকুরের

জল দূষিত হয়ে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ সহিদুল মন্ডলের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার পেপার মিল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু বারবার অভিযোগ জানানোর পরেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। শুধু পেপার মিল কর্তৃপক্ষই নয়, বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকদেরও জানিয়েছেন বলে দাবি বাসিন্দাদের। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের তরফে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

লরি উল্টে দুর্ঘটনা মৃত এক, আহত ৫

প্রতিবেদন : রাজ্য সড়কে কাঠ বোঝাই লরি উল্টে দুর্ঘটনা। মৃত এক এবং গুরুতর আহত আরও পাঁচ জন। মৃতের নাম স্বপন টুডু (২৬)। এছাড়াও দুর্ঘটনায় অন্তত ১৫টি ছাগল ও তিনটি গরু মারা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। শনিবার সন্ধেয় রানিবাঁধ-ঝিলিমিলি রাজ্য সড়কের লেদাপাকুড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতরা রানিবাঁধ ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, কাঠবোঝাই লরিটি ঝিলিমিলির দিক থেকে রানিবাঁধের দিকে যাচ্ছিল। সেই গাড়িতে বেশ কয়েকজন শ্রমিক ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, লেদাপাকুড় এলাকায় পৌঁছতেই আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন লরির চালক। যার জেরে রাস্তার ধারে উল্টে যায় লরিটি। লরিতে থাকা শ্রমিকেরা রাস্তায় পড়ে লরির চাকায় পিষ্ট হন।

নেই আভিজাত্য, পুজোয় খামতি নেই মহাপাত্র পরিবারের

প্রতিবেদন : জমিদারি নেই। নেই সেই পুরনো আভিজাত্যও। কালের নিয়মে হারিয়ে গিয়েছে ঝাড়বাতি, অন্দরমহলের বহু সাজসজ্জা। তবু এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে পূর্বপুরুষের আমলের মাটির বাড়ি। আর সেই বাড়িতেই প্রায় তিনশো বছর ধরে শরৎ এলেই বাজে ঢাক। বংশপরম্পরায় দুর্গার আরাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন সবংয়ের বুড়াল অঞ্চলের গুন্ডুত গ্রামের মহাপাত্র পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের প্রবীণদের মুখে মুখে আজও ফেরে এই পুজোর শুরুর এক অলৌকিক কাহিনি। তাঁদের কথায়, ১১৩৩ বঙ্গাব্দে পুজোর সূচনা করেছিলেন তৎকালীন জমিদার রামকান্ত মহাপাত্র। সেই সময় সবং এলাকার বড় ব্যবসায়ী হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। ব্যবসার প্রয়োজনে নিয়মিত কলকাতা যাতায়াত করতেন রামকান্ত। কেলেঘাই নদীপথে মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য তাঁর ছিল দুটি নৌকা জয় ও বিজয়। সেই দুই নৌকার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে মহাপাত্র পরিবারের পুজোর ইতিহাস। শোনা যায় একদিন কলকাতা থেকে ব্যবসার মালপত্র নিয়ে কেলেঘাই নদীপথে বাড়ি ফিরছিলেন রামকান্ত। নৌকাতেই তিনি স্বপ্নাদেশ পান। মা কালী নাকি তাঁকে জানান, তিনি রামকান্তের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে যাচ্ছেন। তবে শর্ত একটাই পিছন ফিরে তাকানো যাবে না।

কথিত আছে, জয় ও বিজয় নৌকার সঙ্গে মা কালীও এসেছিলেন। নৌকা থেকে নেমে বাড়ির পথে হাঁটার সময় পিছন থেকে নূপুরের শব্দ কানে আসে রামকান্তের। কৌতূহল সামলাতে না পেরে পিছন ফিরে তাকান তিনি। পরিবারের দাবি, তখনই দেবীর দর্শন পান রামকান্ত। লোককথা অনুযায়ী, দেবী তখন তাঁকে জানান, আর মহাপাত্র বাড়ি পর্যন্ত যাবেন না। কেড়ুর গ্রামেই থেকে যাবেন। সেই থেকেই কেড়ুই গ্রামের জাগ্রত কালীমন্দিরে মা কালী পূজিত হয়ে আসছেন বলে বিশ্বাস স্থানীয়দের। তবে কাহিনি সেখানেই শেষ হয়নি। পরে ফের স্বপ্নাদেশ পান রামকান্ত মহাপাত্র। এবার নির্দেশ আসে নিজের বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু করার। সেই স্বপ্নাদেশ মেনেই মহাপাত্র বাড়িতে শুরু হয় দুর্গার

আরাধনা। তার পর কেটে গিয়েছে প্রায় তিন শতাব্দী। ব্রিটিশ আমল পেরিয়েছে, বদলেছে সময়, বদলেছে প্রজন্ম। কিন্তু পুজোর ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি। ষষ্ঠী থেকে দশমী পুজোর কটা দিন মহাপাত্র বাড়ি যেন হয়ে ওঠে মিলনমেলা। কর্মসূত্রে বাইরে থাকা পরিবারের সদস্যরা ফিরে আসেন পূর্বপুরুষের ভিটেয়। আত্মীয়স্বজনের পাশাপাশি আশপাশের গ্রামের মানুষও ভিড় করেন পুজোয়। কয়েক দিনের জন্য আবার প্রাণ ফিরে পায় পুরনো বাড়ি। পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সামাজিক রীতিও। পূর্বপুরুষদের আমল থেকে চলে আসা নিয়ম মেনে ষষ্ঠীর দিন দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। বিজয়া দশমীর দিন গোটা গ্রামের জন্য আয়োজন করা হয় খিচুড়ি প্রসাদের।

একসময় জমিদারির জৌলুস ছিল মহাপাত্র বাড়িতে। ঝাড়বাতির আলোয় ঝলমল করত অন্দরমহল। সময়ের সঙ্গে তার অনেকটাই আজ স্মৃতি। তবে এখনও টিকে রয়েছে সেই মাটির বাড়ি। বয়সের ভার নিয়েও যেন তিনশো বছরের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। জয় ও বিজয় নৌকা নেই। নেই জমিদারির সেই প্রতাপও। তবু রয়ে গিয়েছে বিশ্বাস, রীতি আর পূর্বপুরুষের স্মৃতি। আর সেই ঐতিহ্যই আজও আগলে রেখেছেন মহাপাত্র পরিবারের উত্তরসূরিরা। তাই গুন্ডুতের এই দুর্গাপুজো শুধু চার দিনের উৎসব নয়। এ এক পরিবারের ইতিহাস, নদীপথের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি এবং প্রায় তিনশো বছরের বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার গল্প।

১০
১২ অক্টোবর ২০২৬
সোমবার

দিল্লি দরবার

12 October, 2026 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যাত্রীর পাওয়ার ব্যাঙ্ক থেকে হঠাৎই আগুন লেগে যায় বিমানে। ফলে ইন্ডিগোর দিল্লি থেকে চেন্নাইগামী বিমানকে রবিবার বিকেলে জরুরি অবতরণ করতে হয় হায়দরাবাদে

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সরাসরি অমান্য প্রশাসনের

বিক্ষোভকারীদের উপরে নগ্ন স্বেচ্ছাচারিতা দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি : সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে, শান্তিকামী ও নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের আইনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে আটক করা যাবে না। কিন্তু সেই আইনি নির্দেশকে তোয়াক্কা না করেই রবিবার ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে কনট প্লেস সহ নয়াদিল্লির বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভকারী ও সাধারণ মানুষের ওপর ক্র্যাকডাউন অব্যাহত রাখল দিল্লি পুলিশ। এমনকী আন্দোলনকারীদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন সাংবাদিক এবং সিপিএম নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ জন ব্রিটাসকে পুলিশ বলপূর্বক আটক করেছে। টানা দ্বিতীয় দিনের মতো নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিশেষ সংশোধনে (এসআইআর) অনিয়মের অভিযোগে এই বিক্ষোভ চলায় রাজধানী নয়াদিল্লি ফের চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কনট প্লেসের এন-ব্লক থেকে প্রায় ১০০ জন আন্দোলনকারীকে দুটি খালি বাসে তুলে এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকী একটি বার্গারের দোকান থেকে সন্দেহবশত এক সাধারণ ব্যক্তিকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে পুলিশ, যদিও তিনি সেখানে কেবল দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে জানানোর পর পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশের তাণ্ডব চলে

সাংবাদিকদের তুলে নিয়ে যাওয়ার নিন্দায় তৃণমূল

সন্ধ্যাতেও। রাইসিনা রোডে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সামনে থেকে অন্তত ৭০ জনকে আটক করা হয়। পাশাপাশি আরকে আশ্রম ও কনট প্লেস এলাকা থেকে চারজন সাংবাদিককেও সাময়িকভাবে আটক করে পুলিশ। জেন-জি আন্দোলনের নেত্রী তথা 'আইসা' সভাপতি নেহা বোরা প্রিজন ভ্যান থেকে ভিডিও বার্তা দিয়ে অভিযোগ করেন যে, প্রিজন ভ্যানের ভেতরের খাঁচায় নারী প্রতিবাদীদের বন্দি করে পুরুষ বিক্ষোভকারীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগৃহীত করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের উপরে পুলিশি স্বেচ্ছাচারিতার তীব্র নিন্দা করেছেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। মোদি এবং শাহকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, আমাদের দেখতে হচ্ছে যে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার সামনে থেকে সাংবাদিকদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। দেশের গণতন্ত্র এবং সরকারের পক্ষে এ অতি বিপজ্জনক।

সিপিএম নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ জন ব্রিটাসকে কনট প্লেস থেকে টেনে-হিঁচড়ে আটক করার সময় তিনি গুরুতর চোট পান। পরবর্তীতে তাঁকে নতুন দিল্লির আরএমএল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে সিপিএম সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি এবং সাংসদ এ এ রহিম তাঁকে দেখতে যান। আটক হওয়ার পরে জন ব্রিটাস বলেন, দিল্লি পুলিশ পাগল কুকুরের মতো আচরণ করছে। অন্যদিকে, শনিবারের অভূতপূর্ব পুলিশি দমনপীড়নে প্রায় ৭,০০০ মানুষকে আটক এবং প্রায় ৪১,০০০ নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করে পুরো দিল্লিকে অবরুদ্ধ করে রাখার প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। পরিবারের সদস্য মারা যাওয়ার পর মুক্ত হয়ে বাড়ি ফেরার সময় তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে রক্ষা করতে লাখ লাখ সাধারণ মানুষকে এভাবে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। রবিবার সকালে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বিশেষ বেঞ্চ আদেশ দিয়েছিল যে, বিএনএসএস-এর ১৬৩ ধারার আওতাভুক্ত এলাকার বাইরে শান্তিকামী নাগরিকদের বেআইনিভাবে আটক করা যাবে না। তা সত্ত্বেও দিনের দ্বিতীয়ার্ধে পুলিশি অ্যাকশন আরও তীব্র হয়। রাইসিনা রোডে সিজেপির সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হতেই এনএসইউআই সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখায়। সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও রাজধানীতে সাংবাদিকদের নিগ্রহ ও প্রতিবাদকারীদের ওপর টানা এই পুলিশি পদক্ষেপে তীব্র বিতর্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবাদীকে সরিয়ে অনুগতকে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার

নয়াদিল্লি : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে যখন সারা দেশ উত্তাল, ঠিক তখনই এক প্রতিবাদী ডেপুটি নির্বাচন কমিশনারকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় নিয়ে আসা হল নিজেদের অনুগত এক আইএএস অফিসারকে। মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই গত অগাস্টে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভোটার তালিকার দায়িত্বে থাকা ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সঞ্জয় কুমারকে। অনেক অনৈতিক কাজে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর জায়গায় এবারে তাই নিয়ে আসা হল রাজস্থান ক্যাডারের ২০১০ সালে আইএএস অফিসার প্রকাশরাজ পুরোহিতকে। তিনি বিজেপি ঘনিষ্ঠ বলে জানা গিয়েছে। লক্ষণীয়, কমিশনের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম নিয়ে আপত্তি জানিয়ে দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবিন্দর সিং সাঁধু এবং বিবেক যোশী ক্যাবিনেট সচিবকে চিঠি দিলেও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের দায়িত্ব থেকে সঞ্জয়কে সরানোর ব্যাপারে তাঁদের তীব্র আপত্তি ছিল। ২০২৫-এর ৪ নভেম্বর সাঁধুর নির্দেশে সঞ্জয় কুমার সেই সময় বিতর্কিত সীমা খান্নাকে একটি চিঠি লিখে বলেন, ইআরও, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের বিধিবদ্ধ কাজ করবেন তাঁরাই। আইটি ব্যবস্থাকে চলতে হবে আইন মেনে। এরপরেই হৃদকম্প শুরু হয় বিজেপি-ঘনিষ্ঠ আধিকারিকদের। সম্ভবত সেই কারণেই সঞ্জয়ের জায়গায় নিজেদের অনুগত অফিসারকে নিয়ে এল কমিশন।

নাগা-কুকি সংঘর্ষে মণিপুরে নিহত ৯

ইম্ফল: মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ব্যস্ত, ঠিক তখনই ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল মণিপুর। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন অন্তত ৯ জন। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল একের পর এক বাড়িতে। কামজং, কাংপোকপি ও উখরুলে ৯ ও ১০ অক্টোবরের একাধিক হিংসাত্মক ঘটনা ছড়িয়ে পড়ছে দাবানলের মতো। পরিস্থিতি সামাল দিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হলেও গুরুত্বপূর্ণ সড়কে অবরোধের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। নাগা ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যুমনাম খেমচান্দ সিং দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করছেন অথচ মণিপুরে শান্তি ফেরাতে প্রশাসনিক অপদার্থতার ব্যাপারে হুঁশ নেই তাঁদের।

অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সূত্রপাত একদিন আগে। কামজংয়ের চাসাদ এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানের সময় শুক্রবার রাতে প্রাণ হারান পাঁচ সন্তানের মা, ৪২ বছরের ডোমহোনেই তৌথাং। অবৈধ বাঙ্কার সরানোর উদ্দেশ্যে পুলিশ, ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন ও বিএসএফ সেখানে অভিযান চালিয়েছিল। সেই সময় স্থানীয় মহিলাদের বিক্ষোভ এবং গুলির লড়াইয়ের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাটির পর এলাকায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে এবং দুই সম্প্রদায়ের বহু বাড়িতে আগুন লাগানো হয়। অন্তত ১৪টি বাড়ি পুড়ে যাওয়ার খবর মিলেছে। একই অশান্তির মধ্যে ২৩ বছরের মিশেল গামমিনলেন হোকিপেরও মৃত্যু হয়। শনিবার কামজংয়ের নিংচৌ গ্রামে পৃথক হামলায় দুই নাগা গ্রামরক্ষী এনগাঞ্চসো নিংশেন ও লেইশিসান লেইশাদাং নিহত হন। কাংপোকপিতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে ইম্ফল-তামেনলং সড়ক সংলগ্ন মাকুই আশাং ও তপোন এলাকার ঘটনাকে ঘিরে। মাকুই গ্রামে হামলায় তিনজন নাগা গ্রামরক্ষীর মৃত্যু হয়। পরে ওই এলাকার দিকে যাওয়ার পথে আরও এক নাগা স্বেচ্ছাসেবক সশস্ত্র হামলার শিকার হন। এই ঘটনায় দু'জন আহত হয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আমি ক্লান্ত, ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে নিরাশ সিবাল

নয়াদিল্লি: ভোটার তালিকা থেকে অন্যায়ভাবে নাম বাদ দেওয়া এবং নাম ঢোকানোর বিষয়ে শীর্ষ আদালতের ভূমিকা নিয়ে রীতিমতো নিরাশ বিশিষ্ট আইনজীবী রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিবাল। সংশয় প্রকাশ করেছেন, শীর্ষ আদালতে গিয়ে আদৌ কি কোনও লাভ হবে? নাম না করে মোদি সরকারকেও তীব্র কটাক্ষ করেছেন তিনি। সমাজ মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, বারবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আমি ক্লান্ত। আমার মনে হয় না সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আর কোনও লাভ হবে। বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছে আমার। তাঁর কথায়, শীর্ষ আদালতকে আমরা বারবার বলেছি, অন্যায়ভাবে, ভুলভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে ভোটারদের নাম। মাসের পর মাস ধরে আমরা এ-

ব্যাপারে সওয়াল করেছি, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। এবং এর সপক্ষে প্রমাণও পেশ করেছি। এখন ট্রাইব্যুনাল বলছে, ৯৩ শতাংশ ভোটারকে অযৌক্তিক এবং অনৈতিকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা তো অবশ্যই জানা উচিত শীর্ষ আদালতের। কিন্তু কোনও সুরাহাই হয়নি। মেলেনি সুবিচারও। সেই কারণেই নিজের অনুভূতিতেই বলছি, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি আমি।

প্রবীণ আইনজীবী সাংসদ কপিল সিবালের কথায়, আমরা আদালতে যাই, কিন্তু জানি না সুবিচার পাব কি না। দেশের আমজনতা মনে করছে, এই সরকারের(মোদি সরকারের) এখনই বিদায় নেওয়া উচিত। এই সময় সংবিধানকে বাঁচাতে পারে একমাত্র সুপ্রিম কোর্টই। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে যাতায়াত করে আমি ক্লান্ত, শ্রান্ত। আমার নিজের অনুভূতি, সেখানে গিয়ে কোনও লাভই নেই। আমার সুপ্রিম কোর্টের সত্যিই আর খুব বেশি আর আস্থা নেই। বিশ্বাসও নেই। যা হওয়ার তা হবেই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাশ্মীরের বোমাই থানা এলাকা মুকাম চেরহারের জঙ্গলে এক বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডারের সন্ধান পেল পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক, গ্রেনেড ও প্রচুর গোলাবারুদ। পুলিশের আশঙ্কা, বড় মাপের জঙ্গি হামলার ছক করা হয়েছিল

ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গেল ৫০ জন গুন্ডা, বিস্ফোরক ধ্রুব রাঠি

মাকে ধাক্কা মেরে ঢুকে পড়ল ঘরে

নয়াদিল্লি: আটক বা গ্রেফতার নয়, তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সাদা পোশাকের পুলিশ অপহরণ করেছে বলে সরাসরি অভিযোগ করেছেন ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি। শুধু তাই নয়, তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে সাদা পোশাকের পুলিশের রীতিমতো হাতাহাতি-ধস্তাধস্তি হয়েছে বলেও ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তিনি। তাঁর মাকে ধাক্কা মেরে পুলিশ ঘরে ঢুকেছে বলেও ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন রাঠি। শনিবার সকালে পুলিশ আটক করেছিল তাঁকে। প্রশাসনের দাবি অন্তত তাই। শনিবার রাতে ছাড়া হয় তাঁকে। রবিবার সকালে গুরগাঁওয়ে নিজের বাড়িতে বসে এক ভিডিওবার্তায় যাবতীয় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। হিটলার এবং মুসোলিনির অন্তিম পরিণতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, ছাড়া পেলেও অন্তত ১৫ জন নজর রাখছেন তাঁর উপরে। অঘোষিতভাবে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে আমাকে। মোদি দেশে স্বৈরতন্ত্র চালু করে দিয়েছেন। চলছে অঘোষিত জরুরি অবস্থা। পুলিশ হেফাজত থেকে ছাড়া পেয়ে মুখ খুলেছেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেও।

দিল্লি পুলিশ কতটা নির্মম আচরণ করেছে তাঁর সঙ্গে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ধ্রুব জানান, সকালে তাঁর বাড়িতে ঢোকে পুলিশ। তুলে নিয়ে যায় শোয়ার ঘর থেকে। পুলিশ এতটাই নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল তখন যে জুতোটা পর্যন্ত পরার সময় দেওয়া হয়নি তাঁকে। ৫০ জনেরও বেশি গুন্ডা পাঠিয়ে বাড়ির বাইরে টেনে হিঁচড়ে বের করে তোলা হয় গাড়িতে। তাঁর অভিজ্ঞতা, আমি ঘুমোচ্ছিলাম তখন। সকাল ৭টা নাগাদ মা দেখেন, বাড়ির বাইরে অনেক লোকজন ঘোরাফেরা করছেন। কয়েকজনের গতিবিধি কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। দরজা খুলে দেখতে যাওয়ামাত্রই কয়েকজন সাদা পোশাকের লোক আমার মাকে ধাক্কা মেরে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে সোজা চলে আসে আমার ঘরে। চিৎকার করে ওঠেন মা। ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারলাম অপহরণ করা হয়েছে আমাকে। কিছু বলার চেষ্টা করলাম। বলতে দেওয়া হল না। জুতো পরতে গেলাম। পরতে দিল না ওরা। তাঁর প্রশ্ন, আমি কি অপরাধী?

রাঠির কথায়, আমি স্পষ্ট বলছি, এটা আদৌ আটক নয়, গ্রেফতারিও নয়, অপহরণ। তাঁর যুক্তি, আমি যদি কোথাও প্রতিবাদ আন্দোলন করতে যেতাম, সেখান থেকে আমাকে ধরা হলে বলা যেতে পারত আটক বা গ্রেফতার। কিন্তু আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম নিজের বাড়িতে। সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলে তা অপহরণ ছাড়া আর কী? বাড়িতে তো তখন শুধুই বাবা-মা আর আমি। ৩ জনেরই ফোন ছিনিয়ে নিয়েছিল ওরা। তারপর এ থানা, ও থানা ঘোরানো হয়। সমানে আমাকে বলা হচ্ছিল, আপনাকে কিন্তু গ্রেফতার করা হয়নি। আটকও করা হয়নি। এখনি ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমাকে আটকে রাখা হল ২২-২৩ ঘণ্টা। এরপরেও বলতে হবে এটা অপহরণ নয়? প্রশ্ন ক্ষুব্ধ রাঠির।

রিয়াধে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত ১২

আক্রমণের নিন্দা ভারতের

রিয়াধ: সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধের বিমানবন্দরে প্রাণঘাতী হামলা। অভিযোগের তির ইরান সমর্থিত হুথির দিকে। রবিবার ভোররাতে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়। প্রাণ হারান অন্তত ১২ জন। আহতের সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়েছে। মৃতদের মধ্যে একাধিক দেশের নাগরিক রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সৌদি আরবের পাশে দাঁড়িয়ে হামলার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত। ভারতের স্পষ্ট বার্তা, সাধারণ মানুষকে নিশানা করে এমন আক্রমণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। ইরান-কেন্দ্রিক সংঘাতের বিস্তৃতির ফলে হুথি এবং সৌদি সমর্থিত ইয়েমেনি বাহিনীর মধ্যে লড়াই ক্রমশই তীব্র হচ্ছে। এই আবহে উপসাগরীয় আরব দেশে এটিই সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী হামলা।

রিয়াধের বিমানবন্দরকে ঘিরে নিরাপত্তার আশঙ্কা অবশ্য নতুন নয়। চলতি সপ্তাহেই একাধিকবার সেখানে হামলার ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবারও কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং আভা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিস্ফোরণের খবর সামনে আসে। কিং খালিদ বিমানবন্দরে একটি বিমানের গা থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখা যায়। এরপর থেকেই বিমান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। তবে শনিবারের ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

মৃতদের অধিকাংশই বিদেশি নাগরিক বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশ, প্যালেস্টাইন, আমেরিকা, মিশর, জর্ডন, সিরিয়া এবং সুদানের নাগরিকরাও রয়েছেন। হামলার পিছনে হাউথি গোষ্ঠীর হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে কূটনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করেছে নয়াদিল্লি। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সমাজমাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছেন, রিয়াধের বিমানবন্দরে ধারাবাহিক হামলার ঘটনায় ভারত গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সাধারণ নাগরিক এবং অসামরিক পরিকাঠামোর উপর আক্রমণ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অবিলম্বে এই ধরনের হামলা বন্ধ করারও দাবি জানিয়েছে ভারত। একই সঙ্গে সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে দিল্লি।

শুকনো নেপালে ফের হড়পা বান, তছনছ জনবসতি

কাঠমান্ডু: আবার সেই বিপর্যয়ের কালো মেঘ। গোরখায় বুধি গণ্ডকী নদীতে আচমকা জলস্ফীতি, ক্ষতিগ্রস্ত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। বিপর্যয়ের আশঙ্কায় চার জেলায় চরম সতর্কতা, উদ্ধারকাজে নামানো হল হেলিকপ্টার। বৃষ্টি নেই, আকাশও শুকনো, নদীর জলস্তরও ছিল স্বাভাবিক। অথচ মুহূর্তের মধ্যেই বদলে গেল ছবিটা। পাহাড়ি নদীতে আচমকা জলস্ফীতি, আর তার জেরেই ভয়াবহ হড়পা বানের তাণ্ডব নেপালে। রবিবার, ১১ অক্টোবর সকালে নেপালের গোরখা জেলার বুধি গণ্ডকী নদীতে হঠাৎ নেমে আসে প্রবল জলস্রোত। এই ধাক্কায় ভেসে গিয়েছে প্রায় ৩৫টি বাড়ি। ভেঙে পড়েছে একটি লোহার সেতু এবং দুটি ঝুলন্ত সেতু। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বুধি গণ্ডকী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও। তবে এখনও পর্যন্ত প্রাণহানির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, পাহাড়ে ধস নামার কারণে নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহে বাধা তৈরি হয়েছিল। ফলে পাহাড়ি এলাকায় জল জমে অস্থায়ী জলাধারের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে জমে থাকা জলের চাপে সেই বাধা ভেঙে গেলে আচমকাই নীচের দিকে ধেয়ে আসে বিপুল জলরাশি।

প্রতিবাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ

(প্রথম পাতার পর)

মেট্রো ও রেল পরিষেবা স্বাভাবিকভাবে চালু রাখতে হবে। নাগরিকদের ট্রাফিক নিয়ম মেনে নিখরচায় অবাধ চলাচলের অনুমতি দিতে হবে। পাশাপাশি রাস্তায় বসানো ব্যারিকেডগুলি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা করে পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ইন্টারনেট পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়েও জোর দিয়েছে শীর্ষ আদালত। পর্যবেক্ষণে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের জন্য ঢালাও ৫৭টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ না করে, সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারত। অবমাননার নোটিশ জারি করে। পুলিশের ভূমিকা ও রাজপথের পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি। প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল অভিযোগ করেন, পুলিশ সাধারণ মানুষ ও বিক্ষোভকারীদের ট্রেন থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। ১৬৩ ধারা জারি করা এলাকার বাইরেও পুলিশ তাণ্ডব চালিয়েছে। অন্য এক প্রবীণ আইনজীবী শাদন ফারাসাত আদালতকে জানান, তাঁকে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছে। মানুষকে দাঁড়াতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আমাকে তুলে নিয়ে চলন্ত বাসে ছুঁড়ে ফেলা হয়। নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার খর্ব করতে গিয়ে দিল্লিকে ‘পুলিশি রাষ্ট্র’ করে তুলেছিল কেন্দ্র।

প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ সুপ্রিম কোর্টের বাইরেও ১৬৩ ধারা জারির স্ক্রিনশট আদালতের সামনে তুলে ধরেন। জানান, নিরস্ত্র তরুণ-তরুণীদের ওপর লাঠিচার্জ ও মারধর করা হয়েছে। প্রবীণ আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে এবং আইনজীবী সুমিতা হাজারিকা অভিযোগ করেন, পুলিশ আইনজীবীদেরও রেহাই দেয়নি। শত শত আইনজীবীকে আটকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়েছে এবং থানায় এফআইআর করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। আইনজীবী সুমিতা হাজারিকা জানান, নেমব্যাজ ছাড়া পুলিশ সদস্যরা মহিলা আইনজীবীদের ওপর ধাক্কাধাক্কি চালিয়ে আটক করে। এমনকী এদিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও দিল্লিতে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের ক্র্যাকডাউন চলে। আটক করা হয় সাংসদ জন ব্রিটাস, ছাত্র নেত্রী নেহা বোরা-সহ বহু আন্দোলনকারীকে।

আইনজীবী-সাংসদ মেনকা গুরুস্বামী বলেন, প্রায় ৫০ বছর আগে জরুরি অবস্থার সময় এমন মামলার শুনানি হয়েছিল। এই মামলা শুধু কয়েক জন রাজনৈতিক নেতা বা সাংসদের মুক্তির প্রশ্ন নয়, সংবিধানের অধিকার রক্ষার লড়াইও। শহরের ৪৫টি স্থানে অস্থায়ী আটক কেন্দ্র তৈরি করে প্রায় ৭,০০০ মানুষকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। এমনকী বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও সাংসদদের নিজেদের ঘরেই ব্যারিকেড দিয়ে বন্দি করে রাখা হয়। রেল পরিষেবাও ছিল বিপর্যস্ত। এরপর বিচারপতি বাগচী বলেন, সুপ্রিম কোর্ট নিশ্চিত করতে চায় যাতে সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের অধীন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত থাকে এবং একইসাথে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। পেশাগত দায়িত্ব পালনে কোনও আইনজীবীকে বাধা দেওয়া যাবে না এবং শহরের ইন্টারনেট পরিষেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে হবে। কেন্দ্রকে আগামী মঙ্গলবার জবাবি হলফনামা পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, গত ১০ অক্টোবরের গণবিক্ষোভ দমনে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, মেট্রো বন্ধ ও গণআটক নিয়ে দায়ের করা আদালত অবমাননা ও হেবিয়াস কর্পাস রিট আবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

বিকৃত বাংলা ভাষা পুরসভার

(প্রথম পাতার পর) দাবি করেন বেলেঘাটার বিধায়ক।

বিধায়ক কুণাল ঘোষের দাবি, মায়ের করবো স্বচ্ছতা সে স্বাগত। এটা কী? এটা বাংলা না হিন্দি? ইয়ার্কি হচ্ছে? বিজেপি আর কত অপসংস্কৃতি বাংলার উপর চাপাবে? বাংলাকে আর কত বিকৃত করবে? কলকাতা পুরসভা লোগো লাগিয়ে, অশোকস্তম্ভ বসিয়ে এসব বসিয়ে দিল। অবিলম্বে এসব ডিলিট করুন। পরিবর্তন করুন। ঠিকঠাক বাংলা লিখুন। কোনও বাঙালিকে দেখিয়ে লেখা সামনে আনুন। পুরসভার এখন যা হাল, এই লেখাটার মতোই খারাপ।

পরিবর্তনের বাংলায় দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি বৈঠকে দেবী দুর্গার এগারো হাতের ছবি দিয়ে বিপাকে পড়ে রাজ্য সরকার। পরবর্তীতে মহালয়ার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের হোর্ডিংয়ে দেখা যায় পুজো বানান ভুল। প্রথমটির ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী নিজে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বানান সংশোধন করা হয়। কিন্তু সেই বিতর্কের রেশ কাটার আগেই ফের বিজ্ঞাপন বিভ্রাট।

উল্লেখ্য, বাংলায় বিজেপি শাসনকালে আয়োজিত দুর্গাপুজোয় মহানগরীকে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখতে সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। রাস্তায় নেমে সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা দিচ্ছেন স্বয়ং পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ১০ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত শহর পরিষ্কার রাখতে কলকাতা পুরসভার তরফে একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে লেখা হয়, ‘মায়ের করবো স্বচ্ছতা সে স্বাগত’। এরপরই সমালোচনা ও বিতর্কের শুরু। বাঙালির ঐতিহ্যের দুর্গাপুজো নিয়ে কি ছেলেখেলা হচ্ছে?

বিতর্ক বাড়তেই পুরসভার তরফ থেকে পোস্টটি ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে।

খোলা হাওয়া

12 October, 2026 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার মেচেদা বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার হলে শঙ্খচিলের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'আনন্দময়ীর আবাহন' শীর্ষক অনুষ্ঠান। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি ও গান। সামগ্রিক ভাবনায় শচীন প্রধান

পুজোর গান থেকে মহিষাসুরমর্দিনী

» বাঙালির দুর্গাপুজো এক মহোৎসব। বাংলার নিজস্বতার সঙ্গে বহির্বঙ্গের নানান প্রভাব মিলেমিশে এক হয়ে গেছে দুর্গোৎসবের কলেবরে। বিচিত্র রং, রূপ, আকার, ভাবরসের সমাবেশে এই উৎসব কেবল বাঙালির নয়, সমগ্র পৃথিবীবাসীর কাছে এক বিস্ময়। তাই তো দুর্গোৎসবের মধ্যেই বাংলার বিস্তৃত বহুমুখী সংস্কৃতির চিত্র সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের পথ বেয়ে চলতে চলতে দুর্গাপুজো প্রাচীন জৌলুসপূর্ণ ভাব ও গাম্ভীর রূপটি অনেকাংশে ঢাকা পড়েছে আধুনিকতার অভিনব জাঁকজমকে। এই আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে, আধুনিকতাকে আঁকড়ে ধরে চললেও, অনুসন্ধিৎসু মন বারবার অতীতের পাতা ওলটায়। খোঁজে উৎসের সন্ধান। আর শিল্পীমন খোঁজে সমন্বয়ের পথ। সেই সমন্বয়ের গানের সুর ধ্বনিত হয়েছে 'তব জয় গানে' শীর্ষক অনুষ্ঠানে। এই জয়গান কেবল দেবীসত্তার জয়গান নয়, সংস্কৃতির জয়গান। তাই এই অনুষ্ঠানে যেমন এই সময়ের আধুনিক গানের পরিবেশনা ছিল, তেমনই ছিল পুরনো ধারার কীর্তন, আগমনি, টপ্পা, লোকসঙ্গীত— যা দুর্গাপুজোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। সব মিলিয়ে এক বহুমুখী, বিচিত্র অনুষ্ঠান। এই বছর 'তব জয়গানে'র পঞ্চমবর্ষ। দু'দিন, ৩ এবং ৪ অক্টোবর, কলকাতার রবীন্দ্রসদনে, উদযাপিত হল। প্রথম দিন শুরুতেই মঞ্চস্থ হল পুজোর গান। শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী, মনোময় ভট্টাচার্য ও শম্পা কুণ্ডু শোনালেন তাঁদের পুজোর গান এবং পুজো রেকর্ডের পুরনো গানও। গানের গল্পে নস্টালজিক করে তুললেন মৌনীতা চট্টোপাধ্যায়। ওই দিনের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান মিউজিক্যাল থিয়েটার 'অকাল বোধন'। পরিচালনা ও পরিবেশনায় সৃজন চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্চস্থ হল দুর্গায়ন। দুর্গা ও দুর্গোৎসবের যে গভীর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতিতে, শিল্পে পরতে পরতে রয়েছে তারই ক্ষুদ্র সংস্করণ দুর্গায়ন। এর মধ্যে দিয়ে বাংলার বিভিন্ন সঙ্গীতধারা ও বাংলা সাহিত্যে যেভাবে দুর্গা ধরা দিয়েছেন বা দুর্গোৎসব ধরা দিয়েছে সেটিকে তুলে ধরা হয়েছে। পরিবেশনায় মৌনীতা চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীতে দীপান্বিতা আচার্য, তীর্থ ভট্টাচার্য, মোহনকুমার সাহা ও সৃজন চট্টোপাধ্যায়। অন্তিম অংশে পরিবেশিত হল 'মহিষাসুরমর্দিনী'। এমন কোনও বাঙালি নেই যিনি নিজেকে মহালয়ার ভোরে রেডিওর 'মহিষাসুরমর্দিনী'র রসাস্বাদনের থেকে বঞ্চিত রাখতে পেরেছেন এবং পারবেন। রচনা বাণীকুমার, সঙ্গীত আয়োজন ও সঙ্গীত পরিচালনা পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং ভাষ্য ও চণ্ডীপাঠ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এই ত্রয়ী এবং তাঁদের সঙ্গে সেই সময়ের বহু গুণী শিল্পী এই প্রযোজনাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কালজয়ী সেই বেতার অনুষ্ঠানের অবিকৃত রূপেই এই সময়ের শিল্পীদের দ্বারা কয়্যার এবং অর্কেস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে মঞ্চে পরিবেশিত হল। সমগ্র পরিকল্পনা, পরিচালনা, প্রয়োগ এবং চণ্ডীপাঠে সৃজন চট্টোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতায়োজনে দেবর্ষি মুখোপাধ্যায়।

আগমনির আবাহনে

» ড্যাফোডিলস আয়োজিত 'আগমনীর আবাহনে' অনুষ্ঠানে ছিল চাঁদের হাট। ১০ অক্টোবর, হাওড়ার শরৎসদনে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। পুরোপুরি বাঙালিয়ানায় মোড়া। পরিবেশিত হয় বাংলা পুজোর গান, বাংলা কবিতা, আগমনি, ভক্তিমূলক গান ও নৃত্য। সব মিলিয়ে মন ভাল লাগা এক সন্ধ্যা। বাংলা কবিতায় ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন নারীশক্তি থেকে ভিন্ন বিষয়ের কবিতা। বাংলা পুজোর গানে সলিল-লতা, আশা-আরডি জুটি থেকে, বাপ্পি লাহিড়ী, আরতি মুখোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচীর পুজোর গান ও জনপ্রিয় বাংলা চলচ্চিত্রের গানে মাতিয়ে রাখলেন ঝুমকি সেন, অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্র্যামি জুরি প্রদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়ের ঢাকের তালে পুজোর আমেজ সৃষ্টি হয়। সঙ্গে ছিলেন পদ্মশ্রী গোকুলচন্দ্র দাস। ঢাকের বোলে পুজোর আমেজ সৃষ্টি হয়। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ঢাকের তালে নৃত্য পরিবেশন করেন সহ-শিল্পীদের সঙ্গে। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন ড্যাফোডিলস-এর কর্ণধার রুদ্র সেন।

জয় মা কালী বোর্ডিং

» ৬ অক্টোবর, কলকাতার শিশির মঞ্চে মঞ্চস্থ হল চেতলা আনন্দম আয়োজিত কালজয়ী হাসির নাটক 'জয় মা কালী বোর্ডিং'। নাটকের আগে কিংবদন্তি অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবর্ধিত করা হয়। সেই সঙ্গে অভিনেতা প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত ও সত্যম মজুমদারকে সংবর্ধিত করা হয়। তাঁদের হাতে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র তুলে দেন চেতলা আনন্দমের নাট্য নির্দেশক আশিস মুখোপাধ্যায়। এরপর শুরু হয় নাটক 'জয় মা কালী বোর্ডিং'। অভিনয়ে বিশ্বজিৎ আচার্য, জ্যোতির্ময় পণ্ডিত, পলাশ হালদার, অয়ন মুখোপাধ্যায়, সায়ন মুখোপাধ্যায়, অনিন্দিতা বসু,

অনির্বাণ চক্রবর্তী, পূজা রুদ্র, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, অজয় বেরা, বাপি শেখ, আমির হোসেন, সোমেশ বসু, কল্যাণী সেনগুপ্ত, শ্বেতশ্রী মণ্ডল, দেবাশিস চক্রবর্তী, তরুণ পাণ্ডে, বুদ্ধদেব হাজরা। আলোয় বাবলু সরকার, মঞ্চ রঞ্জন বসু, রূপসজ্জা কেষ্ট সামন্ত, শব্দ প্রক্ষেপণে কল্যাণ সরকার, পোশাক এম মনীষা, ব্যাবস্থাপনায় দেবাশিস ভট্টাচার্য, বিশ্বদীপ দত্ত, জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটির সম্পাদনা, নির্দেশনা, আবহ ভাবনা, মঞ্চ পরিকল্পনা করেছেন আশিস মুখোপাধ্যায়।

পেটপুজোর নতুন ঠিকানা

» এবারের দুর্গাপুজোয় পেটপুজোর আয়োজনে থাকছে এক বিশেষ চমক। কিংবদন্তি সুরকার ও গায়ক পঙ্কজ মল্লিকের বাড়ির একাংশে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও ক্যাফে 'লেজেন্ড অ্যান্ড লেগ্যাসি'-তে পুজোর মরশুমে উন্মোচিত হচ্ছে হেরিটেজ ডাইনিং-এর এক অভিনব অভিজ্ঞতা। এই বাড়ির সঙ্গে আকাশবাণী কলকাতার মহালয়ার বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। এটি কিংবদন্তি সুরকার ও গায়ক পঙ্কজ মল্লিকের বাসস্থান। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আবহ রচনায় আকাশবাণী কলকাতার এই বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একসময় অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হত, এখন আমরা তা রেকর্ডিংয়ে শুনে থাকি। 'মহিষাসুরমর্দিনী' ছাড়া বাঙালির দুর্গাপুজো তথা শারদোৎসব যেন অসম্পূর্ণ। দক্ষিণ কলকাতার সেবক বৈদ্য স্ট্রিটে, হাজরা রোড সংলগ্ন পঙ্কজ মল্লিকের বালিগঞ্জের বাসভবনের একটি অংশে গত ১১ মে, ২০২৬ থেকে পথচলা শুরু করেছে 'লেজেন্ড অ্যান্ড লেগ্যাসি'—এক অনন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও ক্যাফে। কলকাতার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে এটি এক নতুন ও উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কলকাতার হেরিটেজকে যাঁরা কাছ থেকে অনুভব করতে চান, তাঁদের কাছে এই পরিবেশ এবং এখানকার খাবার বিশেষভাবে ভাল লাগবে—এমনটাই প্রত্যাশা 'লেজেন্ড অ্যান্ড লেগ্যাসি'র।

বাৎসরিক অনুষ্ঠান

» 'আসানসোল সাহিত্যপ্রেমী লেখক কবি সমাবেশ'-এর উনবিংশ বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল মহালয়ার পুণ্যলগ্নে। আসানসোলের গুপ্ত কলেজ অডিটোরিয়ামে। বিভিন্ন জেলা তো বটেই, বহির্বঙ্গের জামতাড়া থেকেও কবি-লেখক-সম্পাদক সাহিত্যপ্রেমীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। অসীমকৃষ্ণ দত্ত সম্মাননা পেলেন বর্ষীয়ান কবি বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। সভামুখ্য ছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সম্পাদক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। দিনভর কবি-শিল্পী-সাহিত্য-ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা অর্পণ করা হয়। এবং পালন করা হয় জন্মদিনও। কবিতা গান আলোচনায় সারাটা দিন কোন দিকে যে কেটে গেল! ভূরিভোজের পর ছিল জমজমাট বীরভূমের কেন্দুলিয়ার আঞ্চলিক লোকশিল্পীদের ঘোড়ানাচ। ঘুরেফিরে শান্তিকুমার রজক, বিতান পুরকায়স্থ, অরুণাভ সেনগুপ্ত, পার্থপ্রতিম আচার্যদের গীতগোবিন্দমের গান, লোকগান, বৃন্দনাচ, কবিতাপাঠ চলে সারাটা দিন। চন্দনের ফোঁটার মতো ছিল এক চিলতে বইমেলাও।

বাজল শেষের ঘণ্টা

» শিশুর মননে কল্পনার ভেলা ভাসাতে পুজোর ঠিক আগে-আগেই ভগবতী দেবী শিক্ষা নিকেতন, দণ্ডভুক্তি রিসার্চ ফাউন্ডেশন সহযোগিতায় সপ্তাহভর 'শিশু কিশোর বইমেলা'র সমাপ্তির ঘণ্টা বাজল মহালয়ার পুণ্যসন্ধ্যায়। খাকুড়দার বড়মোহনপুরে। সঙ্গে দেওয়াল পত্রিকা 'মৃৎস্না' নব কলেবরে আত্মপ্রকাশ ঘিরে শিশুদের কৌতূহলটাই অনির্বচনীয়। উদ্বোধন করেছিলেন ড. গিরিধারী পন্ডা। বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন পূর্ণেন্দু উথাসিনী, কার্তিকচন্দ্র আচার্য, অধ্যক্ষ ড. সিদ্ধার্থশঙ্কর মিশ্র প্রমুখ বিবুধমণ্ডলী। বিশিষ্ট প্রকাশক, নানান প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে জমজমাট এই বইমেলা ঘিরে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রঞ্জি ম্যাচে নামার আগে সৌরাষ্ট্রের জার্সিতে জাদেজা

মাঠে ময়দানে

12 October, 2026 • Monday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

ইন্দোরে তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে ভক্তদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন সঞ্জু স্যামসন।

ক্লাবের জার্সিতে ফিরেই মায়ামির হয়ে জোড়া গোল মেসির। সতীর্থদের সঙ্গে সেলিব্রেশন।

সাদারল্যান্ডের ৪ উইকেট। মেয়েদের ওয়ান ডে-তে বাংলাদেশকে দুরমুশ করল অস্ট্রেলিয়া।

কল্যাণীতে দিল্লির বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচে বিধ্বংসী শামিকে অভিনন্দন সতীর্থদের। নিলেন ৪ উইকেট।

ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলের পর রিয়ালের দিওমান্দের উচ্ছ্বাস।

গেইলকে পাশে নিয়ে দুবাইয়ে ৪৩তম জন্মদিন পালন ডোয়েন ব্র্যাভোর।

সন্তানকে ভ্রমণ সংক্রান্ত হয়রানি থেকে রক্ষা করতে আদালতে শুনানি শেষে পপ তারকা স্ত্রী শাকিরার সঙ্গে পিকে।

মাঠে ময়দানে
12 October, 2026 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইএসএলে অভিষেকেই প্রথম ম্যাচে মুম্বইকে হারাল চার্চিল, জিতল কেরলও

শামির আগুনে ছারখার দিল্লি

দিল্লি ২৪০ (৭৭.৩ ওভার)

প্রতিবেদন : শনিবার কল্যাণীতে আসেন। রবিবার মাঠে নেমে ৪ উইকেট। মহম্মদ শামি বোধহয় ঠিকই করে ফেলেছেন তাঁকে নির্বাচকরা মুছে ফেলতে চাইলেও তিনি সেটা হতে দেবেন না। কল্যাণীর উইকেট সিমারদের সুবিধা দেবে জানাই ছিল। অভিমন্যু ঈশ্বরণ তাই টসে জিতে দিল্লিকে ব্যাট করতে দেন। তারপর ২৬ রানে ২ উইকেট। একটা ছোট্ট পার্টনারশিপ হল সার্থক রঞ্জন (৩৩) ও আয়ুষ দোসেজার (৪৫) মধ্যে। কিন্তু শামি যশ ধুলকে (৯) তুলে নেওয়ার পর থেকে আর বেশি পার্টনারশিপ হয়নি দিল্লির। শুধু পরের দিকে ঋতিক শকিন ৫৬ রান করেছেন। শেষমেশ তিনিও শামির শিকার হয়েছেন।

রঞ্জির প্রথম ম্যাচের প্রথম দিন গেল রবিবার। শামির হাত ধরে দিনটা ভালই গেল বাংলার। দিল্লি ২৪০ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করেছে। শামি ১৭.৩ ওভারে ৩০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে ঘরোয়া ক্রিকেটে লাগাতার ভাল পারফরম্যান্স করেও তিনি জাতীয় দলে উপেক্ষিত। ভুবনেশ্বর কুমার সাঁইত্রিশেও ডাক পান। কিন্তু শামি উপেক্ষিত থেকে যান। দিল্লির ব্যাটাররা তাঁকে খেলতেই পারেননি। ধুলের পর দোসেজা ও দিবিজ মেহেরা (২৪) তাঁর শিকার। এরপর ঋতিক যখন সেট হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে ফেরাতে অভিমন্যু ফের শামির হাতে বল তুলে

কল্যাণীতে শামি। রবিবার। —সিএবি চিত্র

দেন। তিনি নিরাশ করেননি। সিমারদের মধ্যে শামি ছাড়া আকাশ ২টি ও মুকেশ ১টি উইকেট নিয়েছেন। স্পিনার আমির গনি নেন ৪৫ রানে ৩ উইকেট।

আগারকর যখন নির্বাচক প্রধান ছিলেন, তিনি পুরনোদের কথা ভাবেননি। তিনি থাকলে ভুবনেশ্বরের ফেরা হত কিনা কে জানে। কোচ গম্ভীর কি এবার আগারকরের জমানা থেকে বেরিয়ে এসে অভিজ্ঞ শামির কথা ভাববেন? বিশেষ করে বুমরা যখন নিয়মিত নন। বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পিচে শামি এদিন যথেচ্ছ বল মুভ করিয়েছেন। বারবার তাঁর ভিতরে আসা বলে মুশকিলে পড়েছেন যশ, দোসেজারা। যখনই দরকার পড়েছে তিনি দলকে উইকেট দিয়েছেন। এদিন শামি যখন কল্যানীতে বল হাতে জ্বলে উঠলেন তখন এখান থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে কোচ গম্ভীর উজ্জয়নীতে মহাকালেশ্ব মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। ওর আশীর্বাদে ভারতীয় দল নিশ্চয়ই ভাল খেলবে। তাই প্রার্থনা করেছেন। তা শ্রেয়সরা যাই করুন না কেন, শামি কিন্তু বল হাতে আনেক কিছু করে ফেললেন।

দিল্লি ২০১৭-১৮-র পর আর রঞ্জি নকআউটে খেলেনি। গত মরশুমে মাত্র একটি ম্যাচ ড্র করা ছাড়া সব ম্যাচে হেরেছে। বাদোনির হাতে পড়া দল ঘুরে দাঁড়ানোর আশা করছে। কিন্তু প্রথম দিন বাদোনি যেমন রান পেলেন না, তেমনই দিল্লিও আড়াইশো তুলতে পারেনি। কপাল কি ওখানেই আটকে আছে।

মহিলা ফুটবলে আলো-আঁধার

অনুষ্কাদের কীর্তি লজ্জা সঙ্গীতাদের

প্রতিবেদন : একই দিনে ভারতীয় মহিলা ফুটবলে আলো-আঁধার। সিনিয়র দলের লজ্জার হারের দিন ভারতের অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা দল পরপর দু'বার এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নজির গড়ল। সিনিয়র ও বয়ভিত্তিক মিলিয়ে প্রথম কোনও জাতীয় মহিলা দল টানা দু'বার এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিল। রবিবার সেলাংয়ে আয়োজক মালয়েশিয়াকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে পরের পর্বে পৌঁছে গেল ভারত। ভারতের হয়ে গোলগুলি করেছে রিদিমা, বাংলার মেয়ে প্রীতিকা বর্মন, অনুষ্কা কুমারী ও নিধি।

নজির গড়ে জয়ের উচ্ছ্বাস অনুষ্কাদের।

ঝাড়খণ্ডের মেয়ে অনুষ্কা যোগ্যতা অর্জন পর্বের তিনটি ম্যাচে একাই ৮টি গোল করেছে। তিন ম্যাচে ভারতের মেয়েরা করেছে মোট ২০ গোল। শেষ ম্যাচে ড্র বা জয় প্রয়োজন ছিল। জিতেই গ্রুপের শীর্ষে থেকে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে অষ্কিতারা।

একই দিনে সিনিয়র দলের লজ্জার হার। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৭ নম্বরে থাকা শক্তিশালী রাশিয়ার বিরুদ্ধে রীতিমতো আত্মসমর্পণ করল ৬৯ নম্বরের ভারত। কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সঙ্গীতা বাসফোররা ০-৮ গোলে বিধ্বস্ত হলেন রুশ মেয়েদের কাছে। প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলিতে তবু ০-৪ গোলে হেরেছিল ক্রিস্পিন ছেত্রীর ভারত। এদিনের ম্যাচে সেই সম্মানটুকুও ধূলিসাৎ হয়ে গেল সঙ্গীতা, লিন্ডা কমদের।

বার্কো-মিমিকে থামাতে রক্ষণে জোর হাবাসের

প্রতিবেদন : সাত বিদেশি নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ খেলতে শহরে এসেছে ইরাকের আল শোর্তা এসসি। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা ইরাকের গোলকিপার জালাল হাসান রয়েছেন আল শোর্তায়। তিনি দলের অধিনায়ক। মাঝমাঠে আর্জেন্টাইন প্লে-মেকার ক্রিশ্চিয়ান বার্কো দলের ইঞ্জিন। তাঁর সঙ্গে ইরাকি মিডিও বাসাম শাকির, আলি মহসিনরা থাকছেন। আক্রমণভাগে নাইজেরিয়ান উইঙ্গার কিংসে কুকু এবং সেন্টার ফরোয়ার্ড মোহানদ আলি ওরফে মিমি ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের ত্রাস হতে পারেন।

প্রস্তুতি ইস্টবেঙ্গলের।

জর্ডনে গিয়ে আল হুসেইনের সঙ্গে তাদের মাঠে ২-২ ড্র করে এসেছিল ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, প্রথম ম্যাচে ওমানের ক্লাবকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে আল শোর্তা। ফলে ঘরের মাঠে আনোয়ার আলিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ।

আল শোর্তার আক্রমণভাগে মিমির গতি ও গোলের খিদে ইস্টবেঙ্গলের মাথাব্যথা বাড়াতে পারে। বার্কো, মিমিদের আটকাতে ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস রক্ষণ মজবুত করার চেষ্টা করছেন। রবিবার রুদ্ধদ্বার অনুশীলনে মিমি, বার্কোদের আটকাতে পাঁচ ব্যাকে মহড়া সারল ইস্টবেঙ্গল। আনোয়ার, দিয়েগো জিভুলিচ, লালচুংনুঙ্গার সঙ্গে দুই সাইড ব্যাকে ছিলেন জয় গুপ্তা ও বরিস সিং। রক্ষণভাগের ফাঁকফোকর ভরাটের কাজে ব্যস্ত লাল-হলুদের স্প্যানিশ হেডস্যার। বোঝাই যাচ্ছে, ঘরের মাঠে আগে এক পয়েন্ট নিশ্চিত করতে চান হাবাস।

ইরাক স্টার লিগে টানা আট ম্যাচ অপরাজিত থেকে কলকাতায় এসেছে আল শোর্তা। তবে শহরের গরম এবং আর্দ্রতা নিয়ে কিছুটা চিন্তায় তারা।

রায়নার দাবি

ভুবির পর শামি আসছে

মুম্বই, ১১ অক্টোবর : ভুবনেশ্বর কুমারের মতো দলে ফিরতে পারেন মহম্মদ শামি। দাবি সুরেশ রায়নার। প্রাক্তন বাঁ-হাতি বলেন, ৩৬ বছর বয়সে ভারতীয় দলে জায়গা করে নেওয়াটা চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। ভুবনেশ্বর একজন শৃঙ্খলাপরায়ণ বোলার এবং সে নিজের শরীর নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছে। তবে শামিও খুব শীঘ্রই জাতীয় দলে ফিরতে পারে। রায়না আরও জানান, আমার মনে হয় শামি বেশ ভাল পারফরম্যান্স করছে এবং ঘরোয়া ক্রিকেটেও ভাল খেলছে। এখন ভুবনেশ্বরের পালা, আর শামিও তো পেছনে পেছনে আসছে। কেউ টেনশন করবেন না। শামি সর্বশেষ ভারতের হয়ে খেলেছিলেন ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। এদিনই শামি কল্যাণীতে রঞ্জি ম্যাচে দিল্লির বিরুদ্ধে ৩০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন।

বাগানের অস্ত্র আগ্রাসন

প্রতিবেদন: মরশুমের শুরুতেই দু'বার দেখা হয়ে গিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও নর্থইস্ট ইউনাইটেডের মধ্যে। ডুরান্ডের সেমিফাইনালে শিলংয়ে ঠান্ডা ও বৃষ্টির মধ্যে নির্ধারিত সময়ে গোল না হওয়ায় টাইব্রেকারে জিতেছিল মোহনবাগান। আইএফএ শিল্ডে গ্রুপ পর্বে দু'দলের ম্যাচ ১-১ ড্র হয়। সেই নর্থইস্টকে শিল্ডে ৭-২ গোলে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে আইএসএলে সম্পূর্ণ অন্য লড়াই, জানিয়ে দিয়েছেন মোহনবাগান কোচ পানাজিওটিস দিলমপেরিস ওরফে পানোস। শিল্ড জয়ের পর দলের অন্দরমহলে গুমোট পরিবেশ কেটে ফুরফুরে মেজাজ।

গুয়াহাটি পৌঁছলেন থাপা, মনবীররা। রবিবার।

সোমবার গুয়াহাটিতে ঘরের মাঠে খেলবে নর্থইস্ট। তবু কলকাতা লিগ ও শিল্ড জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে আইএসএলে শুরুটা দাপটে করতে চাইছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। আক্রমণাত্মক ফুটবলকেই অস্ত্র করে আলাদিনদের ডেরা থেকে পুরো পয়েন্ট ছিনিয়ে আনতে চায় মোহনবাগান। শহর ছাড়ার আগে বাগানের গ্রিক কোচ বলেছেন, আমরা নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাসী। আক্রমণাত্মক ফুটবলই আমাদের শক্তি। ঘরের মাঠে হোক বা বাইরে, ছেলেরা সেরাটা দিতে প্রস্তুত।

মোহনবাগান কোচ বলেছেন, নর্থইস্ট খুবই কঠিন প্রতিপক্ষ। ওরা আইএসএল এবং ঘরোয়া সমস্ত প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিক একটা দল। আমাদের সম্পর্কে ওরা সব কিছু জানে। ডুরান্ড কাপে শিলংয়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে খেলতে হয়েছিল আমাদের। শিল্ডে গ্রুপ ম্যাচে ড্র হয়েছিল। এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। পেদ্রোর মতো কোচ রয়েছে ওদের। জানি, লড়াইটা সহজ হবে না। তবে জয় দিয়ে আইএসএল শুরু করতে পারলে ভাল লাগবে।

রবিবার সকালে যুবভারতীতে অনুশীলন করে দুপুরের বিমানে গুয়াহাটি পৌঁছে যায় মোহনবাগান। দলের সঙ্গে যাননি ম্যাকলারেন ও কিয়ান নাসিরি। চোটের জায়গায় ব্যথা রয়েছে জেমির। কিছু পরীক্ষা হবে তাঁর। শুক্রবার দিল্লির বিরুদ্ধেও তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। জেমি না থাকায় স্কটিশ ফরোয়ার্ড লি এরউইনের উপর ভরসা রাখছে দল। গ্রেগ স্টুয়ার্টের দেশ থেকে এসেছেন এরউইন। তিনি বলেন, স্টুয়ার্টকে আমি জানি। চেষ্টা করব ওর মতো ছাপ ফেলতে।

আইএসএলে আজ
নর্থইস্ট ইউনাইটেড বনাম মোহনবাগান
(গুয়াহাটি, সন্ধে ৭.৩০)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

12 October, 2026 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১২ অক্টোবর ২০২৬
সোমবার

জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ায়। পাঁচ বছর কাটিয়েছে স্পেনে। যোগসূত্র আছে কাবো ভার্দের সঙ্গেও।

পর্তুগালের জুনিয়র দলে খেলা রোনাল্ডো-পুত্র খেলতে পারে আরও তিন দেশে

ক্লাবে ফিরেই জাদু মেসির, বড় জয় পেল মায়ামিও

মায়ামি, ১১ অক্টোবর : আর্জেন্টিনা জাতীয় দলকে বিদায় জানানোর পর ক্লাব ফুটবলে ফিরেই জোড়া গোল করে দলের জয়ে অবদান রাখলেন লিয়োনেল মেসি। রবিবার মেজর লিগ সকারের ম্যাচে ডি সি ইউনাইটেডকে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। দলের চারটি গোলের বাকি দু'টি লুইস সুয়ারেজের।

চার দিন আগেই দেশের মাটিতে বেনিনের বিরুদ্ধে জাতীয় দলের হয়ে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন মেসি। সেই ম্যাচেও একটি গোল এবং অ্যাসিস্ট ছিল তাঁর। ক্লাবের জার্সিতে ফিরেই ফের জাদু মেসির পায়ে। জোড়া গোল করে বুঝিয়ে দিলেন আর্জেন্টিনার হয়ে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেও তাঁর দক্ষতার ধার কমেনি। মায়ামির হয়ে প্রথম গোল করেন সুয়ারেজ। ম্যাচের ৩ মিনিটে বাঁ-পায়ের শটে দলকে এগিয়ে দেন উরুগুয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক। ৩৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলও তাঁর।

দ্বিতীয়ার্ধে শুরু মেসি-ম্যাজিক। ৪৭ মিনিটে সুয়ারেজের কাছ থেকে বল পেয়ে বাঁ-পায়ের শটে মায়ামিকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। দ্বিতীয় গোলের সময় দেখা গিয়েছে এল এম টেনের সেই চেনা ঝলক। ইউনাইটেডের তিন ফুটবলারকে কাটিয়ে দুরন্ত গোল করে ৪-০ করেন মেসি। লিগে তাঁর গোল সংখ্যা ২৩। এই জয়ের পর ২৮ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট ৪৯। ১৪ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে ন্যাশভিল।

মায়ামির জার্সিতে ফিরেও চেনা ছন্দে, জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস মেসির। রবিবার।

টেস্টে হ্যাটট্রিকে নজির হাসানের

আবু ধাবি, ১১ অক্টোবর : বাংলাদেশের ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস। টেস্টে প্রথমবার হ্যাটট্রিক করলেন সে দেশের কোনও পেসার। রবিবার আবু ধাবিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের তৃতীয় দিনে এই নজির গড়লেন হাসান মাহমুদ। তাঁর বিধ্বংসী বোলিংয়ে ২৪০ রানে শেষ হয়ে গেল আফগানিস্তানের প্রথম ইনিংস।

টেস্টের তৃতীয় দিনে প্রথম সেশনে পরপর তিন বলে তিন উইকেট নেন হাসান। তরুণ পেসার প্রথমে ইসমত আলমের স্টাম্প ছিটকে দেন। পরের বলেই কায়েস আহমেদকে ফিরিয়ে দেন। উইকেটের পিছনে নিচু ক্যাচ নেন লিটন দাস। তৃতীয় বলে এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন জিয়া-উর-রহমান। যদিও আম্পায়ার শুরুতে আউট দেননি। রিভিউয়ে জিয়াকে আউট দেওয়া হয়।

টেস্টে বাংলাদেশের এটি তৃতীয় হ্যাটট্রিক। আফগানদের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে একাই পাঁচ উইকেট নিয়েছেন হাসান। এর আগে দু'বার দুই বাংলাদেশি স্পিনার অলোক কাপালি ও সোহাগ গাজি টেস্টে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। কিন্তু হাসানই বাংলাদেশের প্রথম পেসার, যিনি হ্যাটট্রিক করলেন।

হ্যাটট্রিকের উচ্ছ্বাস হাসানের।

ক্ষমা চাইলেন ভিনি, বড় শাস্তির আশঙ্কা

বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না ভিনির।

মাদ্রিদ, ১১ অক্টোবর: প্রতিপক্ষ দলের ফুটবলারের চুল টেনে ধরে গোল করলেন। ভিএআর পদ্ধতিতে সবটাই পড়ে গেল ধরা। গোল তো বাতিল হলই, সেইসঙ্গে কপালে জুটল লাল কার্ড। তিনি আর কেউ নন, দিনকয়েক আগেই ব্রাজিলের হয়ে যুবভারতীতে খেলে যাওয়া ভিনিসিয়াস জুনিয়র। শনিবার রাতে লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ভিলারিয়ালের বিপক্ষে নেমেছিলেন ২৫ বছর বয়সী সেলেকাও তারকা। ম্যাচের ৭২ মিনিটে জুড বেলিংহ্যামের পাস থেকে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোল করে সেলিব্রেশনে মাতেন ভিনিসিয়াস। কিন্তু ভিএআর মনিটরে রিপ্লে দেখে তাঁকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। কারণ, ওই আক্রমণের শুরুতে মাঝমাঠে পেছন থেকে প্রতিপক্ষের ন্যাথান সালিবার চুল টেনে ধরেছিলেন ভিনি। পরে অবশ্য এই খারাপ কাজের জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে সতীর্থ এবং সমর্থকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন তিনি। আর স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী মাঠের মধ্যে কাউকে আঘাত করলে বা সহিংস আচরণের জন্য লাল কার্ড তো বটেই, সেইসঙ্গে এক থেকে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ হতে পারেন অপরাধী ফুটবলার। ফলে আগামী ২৫ অক্টোবর বার্সালোনার বিপক্ষেও বাইরে থাকতে ভিনিসিয়াসকে। যদিও ফেডারেশন এখনও শাস্তি বিষয়ে এখনও কিছু রায় দেয়নি। ম্যাচটা ১-০ ব্যবধানে জেতে লস ব্ল্যাঙ্কসরা। একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন ইয়ান ডিওমান্ডে।

উদয়বীরের সোনা জয়

কাইরো, ১১ অক্টোবর : আইএসএসএফ বিশ্বকাপে সোনা জয় করলেন উদয়বীর সিধু। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে বাজিমাত করলেন ২৪ বছরের এই ভারতীয় শুটার। উদয়বীর রবিবার নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করে স্কোর করেন ২৪০.৬। তিনি জার্মানির বহু অলিম্পিক পদকজয়ী ক্রিশ্চিয়ান রেইটজকে ০.৫ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করেন।

ভারত এ জয়ী

পুদুচেরি, ১১ অক্টোবর : তৃতীয় তথা শেষ এ দলের একদিনের ম্যাচে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে ৪৯ রানে হারিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করে ভার তুলেছিল ২৭৫ রান। অলরাউন্ডার সূর্যাংশ শেডগে ৬৬ ও প্রিয়াংশ আর্য ৪৯ রান করেন। বীপরাজ নিগম করেছেন ৪০ রান। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ২২৬ রানে অল আউট হয়ে যায়। জস ফিলিপের ৩৮ বলে হাফ সেঞ্চুরি।

পিছিয়ে পড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা

ডারবান, ১১ অক্টোবর : ডারবান টেস্টে জাঁকিয়ে বসল অস্ট্রেলিয়া। প্রথম দফায় তারা ২৯০ রান করার পর দক্ষিণ আফ্রিকা ২৮৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করেছে। এর ফলে তারা প্রথম দফায় পিছিয়ে পড় ১০৬ রানে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে কোনও হাফ সেঞ্চুরিও নেই। ডেভিড বেডিংহ্যাম ৪৯ রান করে প্যাট কামিন্সের শিকার হন। ওপেনার মার্করাম ৩৭ রান করলেও আরেক ওপেনার রিকেলটন আগের দিন ০ রানে আউট হয়েছিলেন। আগের দিন দক্ষিণ আফ্রিকার রান ছিল ২৭-১। এদিন তারা বাকি ৯ উইকেটে ২৫৭ রান করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে বাকি ব্যাটারদের মধ্যে ট্রিস্টান স্টাবস ৩২, উইলান মুল্ডার ৩০, মার্কো জেনসেন ২৬ রান করেন। সাইমন হার্মার ৩৫ রানে নট আউট থেকে যান। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে ৫৪ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। দুটি করে উইকেট নেন মিচেল স্টার্ক, জস হ্যাজলউড ও নাথান লিয়ন। ১টি উইকেট নেন বিউ ওয়েবস্টার।

এই ম্যাচে বিরাট কোহলির এক কীর্তিকে পিছনে ফেলেছেন ১৯০ রান করা ম্যাট রেনশ। টেল এন্ডারদের নিয়ে ব্যাট করে বিরাট এর আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৩৫ রান করেছিলেন। তারমধ্যে টেলএন্ডারদের নিয়ে করেছিলেন ১৭১ রান। এবার রেনশ তাঁকে পিছনে ফেলে করেছেন এর থেকেও বেসি রান। অস্ট্রেলিয়া যখন ১২৫-৬ হয়ে গিয়েছিল তখন রেনশ ব্যাট করতে নামেন। শেষমেশ অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়েছে ৩৯০ রানে। এদিকে, তৃতীয় দিন অস্ট্রেলিয়ার রান ৩৩/০। অপরাজিত ম্যাডিনসন ও হেড। প্রথমজন ১৭ ও দ্বিতীয়জন ১০ রানে ব্যাট করছেন।

মাঠে ময়দানে
12 October, 2026 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রগ রগ মে ক্রিকেট। সঞ্জয় জাগদালের বইয়ের উদ্বোধন করলেন সানি। ইন্দোরে রবিবার

সিরিজে এগিয়ে গেল ভারত

ভারত-২২৩/১০ (২০ ওভার)
ওয়েস্ট ইন্ডিজ- ২০৯/৭ (২০ ওভার)

ইন্দোর, ১১ অক্টোবর : না, এদিন আর রাঁচির পুনরাবৃত্তি করতে দিলেন না ভারতীয় বোলাররা। ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামের বাউন্ডারি একটু ছোট তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মারকুটে ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা কঠিনই ছিল। কিন্তু সমালোচকদের কড়া জবাব দিয়ে সেই লড়াই জিতে গেলেন অর্শদীপ সিং, প্রিন্স যাদব, নমন ধীররা। ক্যারিবিয়ানদের ১৪ রানে আটকে দিল শ্রেয়স আইয়াররা। সেই সঙ্গে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল তারা। রবিবাসরীয় ম্যাচ ছিল ভারতের বোলারদের কাছে বলতে গেলে একপ্রকার অগ্নি পরীক্ষা। কারণ, গত ম্যাচে ২৫০ রানের লক্ষ্য দিয়েও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে খুবই বাজেভাবে হারতে হয়েছিল ভারতকে। যার ফলে গোটা ক্রিকেটমহল জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার বোলিং নিয়ে সমালোচনার ঝড়। সুনীল গাভাসকর, বরুণ আরন থেকে শুরু করে একাধিক প্রাক্তনীরা কাঠগড়ায় তুলেছিলেন বোলারদের। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ২২৪ রান বোর্ডে নিয়ে লড়াই করে জিতে তাঁরা পরীক্ষায় এবার পাশ করে গেলেন বলাই যায়। তবে কোথাও গিয়ে চিন্তাটা একটু যে থেকেই গেল। ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন অভিষেক। তাঁকে সঙ্গ দিলেন ঈশান কিশান। ২২৩ রান তুলল ভারত। বড় টার্গেট তাড়া করতে নেমে লড়াই করেও এদিন আর বাজিমত করতে পারলেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটাররা। অর্শদীপরা বুঝিয়ে দিলেন রোজ তাঁদের টেক্কা দেওয়া এত সহজ নয়। গুরুত্বপূর্ণ সময় উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরা হলেন অর্শদীপ। সেইসঙ্গে সমালোচকদের বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা সঠিক সময়ে জ্বলে উঠতে পারেন।

সমালোচকদের জবাব অর্শদীপের

অর্শদীপের সেলিব্রেশন। রবিবার ইন্দোরে।

সঞ্জু স্যামসন মাত্র ৩ রান করে ফিরলেও বেশ মারমুখী মেজাজেই ভারতের ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন অভিষেক শর্মা এবং ঈশান কিশান। কিন্তু নবম ওভারে ১৮ বলে ৩৭ রান করে ঈশান ফিরতেই পরপর উইকেট হারাতে শুরু করে মেন ইন ব্লু। ওই ওভারেই মাত্র এক রান করেই সাজঘরে যান অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। এরপর ৩০ বলে ৬৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে আউট হয়ে যান অভিষেক শর্মা। ওপেনিংয়ে এসে একপ্রকার সেট হয়ে গেছিলেন তিনি। স্কোর বোর্ডে রান ভাল থাকলেও অভিষেকের উইকেট হারিয়ে একটু চাপে পড়ে যায় ভারত। তবে শেষদিকে তিলক ভর্মা (২৮), নীতীশ কুমার রেড্ডি (২১) এবং অক্ষর পাটেলের (২০) ব্যাটের উপর ভর ২০০ রানের গণ্ডি পার করতে সক্ষম হয় দু'বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে ২২৩ রান তোলে তারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বাধিক ২টি করে উইকেট নেন রোস্টন চেজ, শ্যামার জোসেফ এবং শ্যামার স্প্রিংগার।

২২৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই অধিনায়ক সাই হোপের উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তিনি মাত্র ৫ রান করে অর্শদীপের বলে বোল্ড হয়ে ফিরে যান। এরপর কামিল পুরান (৪২) এবং শিমরণ হেটমায়ার (৪৩) কিছুটা লড়াই চালালেও বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেনি। মারকুটে রাদারফোর্ডও এদিন ৩২ রান করে অর্শদীপের শিকার হন। এরপর সাম্পসন (২১) ও স্প্রিংগার (৩৫) মরিয়া চেষ্টা করলেও তাতে বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। ২০ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ২০৯ রানে থামে ক্যারিবিয়ানরা। ভারতের হয়ে সর্বাধিক ৩টি উইকেট নেন অর্শদীপ সিং।

একদিনের দলে রাচিন, সাইফার্ট

অকল্যান্ড, ১১ অক্টোবর : ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড। দলের নেতৃত্ব দেবেন অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার।

লকি ফার্গুসন, রাচিন রবীন্দ্র, ফিন অ্যালেন, টিম সাইফার্টদের মতো ক্রিকেটারদের নিয়েই এই দল। ৪ নভেম্বর অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজ শুরু হবে। তার আগে পাঁচটি টি ২০ ম্যাচ হবে। যা হবে ২২ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর।

একদিনের সিরিজ এবার আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে দুটি কারণে। সম্ভবত এই শেষবার নিউজিল্যান্ডে খেলবেন বিরাট ও রোহিত। আর গত জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ড ভারতে এসে ২-১-এ একদিনের সিরিজ জিতেছিল। সেটাই ছিল তাদের ভারতের মাটিতে প্রথম একদিনের সিরিজ জয়। এবার তার জবাব সেদেশে শুভমনরা দিয়ে আসতে পারেন কিনা সেটাও দেখার।

অ্যালেন ও ফার্গুসন ২০২৩-এর পর আর কোনও একদিনের ম্যাচ খেলেননি। সাইফার্টও শেষ একদিনের ম্যাচ খেলেছেন ১৮ মাস আগে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। রাচিন রবীন্দ্র ঘাড়ের ব্যথার জন্য টি-২০ সিরিজে নেই। তবে একদিনের দলে রয়েছেন। এদিকে, চতুর্থ একদিনের ম্যাচের আগে সাতজন অতিরিক্ত প্লেয়ারকে দলের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। যেহেতু একদিনের দলের কয়েকজন ওয়েলিংটন চলে যাবেন ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি সারতে। নভেম্বরের গোড়ায় টেস্ট দল ঘোষণা করা হবে। তাতে রাচিন শুধু থাকবেন না, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন।

রিঙ্কুর সেঞ্চুরি, ব্যর্থ রাহুল

রঞ্জিতে সেঞ্চুরি রিঙ্কুর।

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : রঞ্জি ট্রফির প্রথমদিনেই নজর কাড়লেন রিঙ্কু সিং। বিহারের বিরুদ্ধে দিনের শেষে ১০৯ রানে করে অপরাজিত রইলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই ক্রিকেটার। পাশাপাশি, সেঞ্চুরি পেয়েছেন রিঙ্কুর সতীর্থ মাধব কৌশিকও। কর্ণাটকের রবিচন্দ্রন স্মরণ ও বিদর্ভের যশ রাঠোডও শতরান করেছেন। রবীন্দ্র জাদেজার ব্যাট থেকে এসেছে অপরাজিত ৭২। কিন্তু কেএল রাহুল (৪) এবং যশস্বী জয়সওয়াল (০) ব্যাট হাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীর দুর্দান্ত খেলেছে এবং মধ্যপ্রদেশকে মাত্র ১৯৬ রানে অলআউট করে দিয়েছে।

দেশের হয়ে খেলে যাক বিরাট : গেইল

দুবাই, ১১ অক্টোবর : বিরাট কোহলিকে অসাধারণ ক্রিকেটার বলার পাশাপাশি ক্রিস গেইলের আশা, তিনি যতদিন পারবেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলে যাবেন।

গেইল আইপিএলে বিরাটের সঙ্গে আরসিবি ড্রেসিংরুম শেয়ার করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, বিরাট হল কিংবদন্তি। অসাধারণ। অনন্যসাধারণ। আমি এর বাইরে ওকে বোঝানোর জন্য শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। সবাই ওকে কিং কোহলি বলে। বিরাট ক্রিকেটের জন্য এত কিছু করেছে। আমি শুধু চাই ও যতদিন পারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট চালিয়ে যাক। আর আইপিএলেও তো ওর দাপট অব্যহত রয়েছে। আমি ওকে নিয়ে শুধু বলব, দারুণ ক্রিকেটার, দারুণ মানুষ।

ইন্দোরে রবিবার ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টি-২০ ম্যাচের আগে প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনার আরও বলেন, সাই হোপ দারুণ ফর্মে আছে। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। রাদারফোর্ড আর শেফার্ডও ভাল খেলছে। ক্রিকেটের জন্য এটা ভাল। কিন্তু টি-২০ ক্রিকেটে ২৪০-২৫০ রান তাড়া করে তুলে দিলে বোলাররা হতাশ হতে বাধ্য। ভারতের কন্ডিশনে টসও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় পাটা উইকেট ও শিশিরের জন্য। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেভাবে খেলছে তাতে আমি খুশি।

কিউয়িদের বিশেষ জার্সি

অকল্যান্ড, ১১ অক্টোবর: ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে নতুন জার্সি করল নিউজিল্যান্ড। দুই দেশের ক্রীড়া সম্পর্কের ১০০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। সেই উপলক্ষেই কিউয়িরা লিমিটেড এডিশন জার্সি পরে মাঠে নামবে। আর জার্সিটির নাম কোটাহিতাঙ্গা। এতে পদ্মফুল এবং মন্ডলা শিল্পের নকশা রয়েছে। নিউজিল্যান্ড ভারতের বিপক্ষে একদিনের সিরিজে এই জার্সি পরে খেলবে। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের ক্রীড়াঙ্গনের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল ১৯২৬ সালে। ওই বছর ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি হকি দল নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়েছিল। আর দুই দেশের মধ্যে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালের নভেম্বরে। তখন কিউয়িরা ভারতে এসে হায়দরাবাদে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলেছিল। নয়া এই জার্সি নিয়ে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট রীতিমতো উচ্ছ্বাসিত।

স্টোকসকে 'বোকা' বললেন বোথাম

লন্ডন, ১১ অক্টোবর : ফের প্রকাশ্যে এল বেন স্টোকস ও ইয়ান বোথামের বিবাদ। এবার স্টোকসকে 'বোকা ছেলে' বলে কটাক্ষ করলেন বোথাম। সেইসঙ্গে তিনি ফুরিয়ে যাওয়া ক্রিকেটার দলে যোগ দিতে বলেছেন বিশ্বকাপ জয়ী এই প্রাক্তন অলরাউন্ডারকে। নিজের নতুন বই প্রকাশের সময় বোথাম স্টোকসকে কটাক্ষ করে বলেছেন, এটা তোমার জন্য, বেন। প্রাক্তন তারকাদের ক্লাবে তোমাকে স্বাগতম। এই কথোপকথন থেকে বোঝা যায় যে, ইংল্যান্ডের এই দুই প্রাক্তন তারকার মধ্যেকার মতবিরোধ এখনও অমীমাংসিতই রয়ে গিয়েছে। বোথাম এবং স্টোকস গত একবছর ধরে একে অপরের সমালোচনা করে আসছেন। এই বিবাদের সূত্রপাত হয় যখন বোথাম অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজের জন্য ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি যুক্তি দেন যে গুরুত্বপূর্ণ এই সিরিজটির আগে দলের অন্তত একটি রাজ্য পর্যায়ের ম্যাচ খেলা উচিত ছিল। নিজের একটি বইয়ে স্টোকসকে নিয়ে ভালমতোই সমালোচনা করেছেন বোথাম। সেই বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানান, স্টোকস একটা 'বোকা ছেলে'। আমি ওর কথা খুব সংক্ষেপেই উল্লেখ করব, কারণ ওর এই আত্মতুষ্টি আমার ভাল লাগে না। যদিও ব্যঙ্গ করে স্টোকসকে একজন মহান খেলোয়াড় হিসেবেও প্রশংসা করেছেন বোথাম। তিনি সফর চলাকালীন দলের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নুসায় কাটানো সময়ের কথা উল্লেখ করে বোথাম আরও বলেন, সত্যিই? ওরা তো একেবারে মাতাল ছিল। দেখুন, যদি মদ খেতে চান, তাহলে মূল রাস্তায় যাবেন না। আমরা ওয়াইনারিতে যেতাম।